NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ একবিংশ শতাব্দীতে সমন্বয়সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয়তা

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে পরিত্যক্ত দেওয়াল ভেঙে জখম ৭ ৬

কলকাতা ২ জানুয়ারি ২০২৫ ১৭ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.01.2025, Vol.18, Issue No. 202 8 Pages, Price 3.00

কল্পতরু উৎসবে ভক্তের ঢল নামল দক্ষিণেশ্বর-কাশীপুর উদ্যানবাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবারের মতোই বছরের প্রথম দিনে উদযাপিত হয়েছে কল্পতরু উৎসব। বুধবার সকাল থেকেই কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের ঢল নামে। এদিন বিশেষ মঙ্গলারতি হয় কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। দিনভর চলে পুজোপাঠ। একই সঙ্গে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে বেলুড়, কালীঘাট, তারাপীঠেও।

প্রতিবারই বছরের প্রথমদিন ভক্ত সমাগম হয় উত্তর কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরে। কল্পতরু উৎসবে যোগ দেন বহু মানুষ। দিনভর চলে হোম-যজ্ঞ ও পুজোপাঠ। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মঙ্গলবার রাত থেকেই কাশীপুর উদ্যানবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের সমাগম হতে শুরু করে। বুধবার সকালে মন্দিরের বাইরে ফুলের ডালা হাতে ভক্তদের লম্বা লাইন চোখে পড়ে। কল্পতরু উৎসবের দিন পরমহংসদেবের কাছে মন থেকে চাইলে সে ইচ্ছা পূরণ হয়, সেই বিশ্বাস থেকেই সাতসকালে মন্দিরের বাইরে ভক্তের ঢল নামে প্রত্যেক বছরই।

জাল পাসপোর্টের জাল ছড়িয়ে ইতালিতেও, গ্রেপ্তার আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাল পাসপোর্ট চক্রে এবার পুলিশের জালে এক বাংলাদেশি। যে আবার দীর্ঘ ১০ বছর ইউরোপের দেশে কাটিয়ে এসেছে বলে খবর। সূত্রের দাবি, বাংলাদেশে থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত ধীরেন। চক্রের বাকিদের হদিশ পেতে হেপাজতে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে তদন্তকারীরা।

বছরের শুরুতে নদিয়ার চাকদা থানার অন্তর্গত মদনপুর জমাদার পাড়া থেকে ধীরেন ঘোষকে পাকড়াও করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। গত পাঁচ-ছবছর ধরে ওই এলাকায় স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে নিরঞ্জন পালের বাড়িতে ভাড়া থাকত সে। বাড়িওয়ালা পাল

পরিবারের সদস্যরা জানান, ধীরেন পোশাকের ব্যবসা করত। তবে তার কাছে কোনও ব্যবসার জিনিসপত্র কোনদিনও দেখেননি তাঁরা। সূত্রের দাবি, ধীরেনের জন্ম বাংলাদেশে। তারপর সে এদেশে চলে আসে। তারপর থেকে এখানেই থাকত। তবে বছরে একবার বাংলাদেশ থেকে শ্বশুর-শাশুড়ি তার কাছে আসতেন। একমাস থেকে আবার চলে যেতেন।

এসটিএফ সূত্রের দাবি, এর মাঝে প্রায় ১০ বছর ইতালিতে ছিল ধীরেন। কী কারণে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশে থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত ধীরেন। আর তাদের নথি তৈরি করত চাঁদপাড়া থেকে গ্রেপ্তার মনোজ গুপ্তা। ট্রাভেল এজেন্সির আড়ালে চলত এই কীর্তি। এই মনোজকে জেরা করেই ধীরেনের হদিশ মিলেছে। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফের টিম তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর সকালে পাড়ার সকলে জানতে পারে যে ধীরেন জাল পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে যুক্ত। যা শুনে হতবাক এলাকাবাসী।

নতুন বছরের শুরুতেই শূন্যপদ পূরণে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের শুরুতেই বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদ পূরণে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে সচিবালয় পর্যায়ের দপ্তরগুলিতে শূন্যপদের সংখ্যার পর্যলোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর শূন্যপদের সংখ্যা জানতে চেয়ে অন্য সব দপ্তরকে চিঠি পাঠিয়েছে। ওই সব দপ্তরের লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট , আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সেকশন অফিসার পদে মোট অনুমোদিত পদ ও সেখানে কর্মরতদের সংখ্যা এবং শূন্যপদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান তলব করা হয়েছে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দপ্তরগুলিকে এই সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত বয়ানে জমা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ডিরেক্টরেট ও আঞ্চলিক পর্যায়ের অফিসগুলিতে অনুমোদিত পদ এবং বর্তমান কর্মী সংখ্যা পর্যালোচনার প্রক্রিয়াও শুরু কার হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, চলতি বছরেই ওই দপ্তরগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। সেই কারণেই এই পরিসংখ্যান নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক মহল মনে করছে। গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ হবে নবগঠিত স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে। গ্রুপ সি এলডিএ পদে নিয়োগ করতে ক্লার্কশিপ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শীঘ্রই বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে তা ইতিমধ্যে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে এলডিএ'র উপরের পদগুলি পূরণ করা হবে। ইতিমধ্যেই নতুন পদ সৃষ্টি করে সচিবালয়ে পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুপ্রবেশ রুখতে দিল্লি পুলিশের 'বাংলাদেশ সেল'

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বাড়ছে। আর এই অবস্থায় দিল্লি পুলিশ নতুন করে ফিরিয়ে আনল 'বাংলাদেশ সেল'। দু-দশক আগে প্রথমবার যে সেলের জন্ম হয়েছিল। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে দিল্লির প্রতিটি পুলিশ জেলায় এই ধরনের সেল তৈরি করা হয়েছিল। যার প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল দিল্লিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শনাক্ত করা। এতদিন পরে ফের সেই সেলকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

মণিপুরে ফের বোমা-গুলিকে সঙ্গী করেই শুরু নতুন বছর

ইম্ফল, ১ জানুয়ারি: হিংসা, বিদ্বেষকে পিছনে ফেলে শান্তিকে সঙ্গী করে নতুন বছর শুরু করার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিরেন সিং। মণিপুরের ঘটনার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমাও চান তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন গ্রাহ্য হল না। হিংসাকে সঙ্গী করেই বছর শুরু হল উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরে।

নতুন বছরের শুরুতে মণিপুরের পশ্চিম ইম্ফল জেলার কদংবন্ড অঞ্চলে হামলা চালাল একদল জঙ্গি। মাঝরাতের দিকে চলে এই হামলা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ার পাশাপাশি বোমা ছোড়া হয়। মাঝরাতে হঠাৎ এই হামলায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১টা নাগাদ পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে আসে জঙ্গিরা। নিচে মেতেইদের গ্রাম লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি বোমা ও গুলি ছোড়া হয়। এমন অতর্কিত হামলায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা দ্রুত নিরাপত্তাবাহিনীকে খবর দেয়। গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক দল পালটা জবাব দেয় জঙ্গিদের। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। এই হামলায় অবশ্য হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবারই মণিপুরের ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিরেন সিং। তিনি বলেন, 'গোটা বছর দুর্ভাগ্যজনক কেটেছে আমাদের। গত বছরের ৩ মে থেকে যা ঘটে চলেছে রাজ্যে তার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি আমি। অনেকেই প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। অনেকে ঘরছাড়া হয়েছেন। আমি অনুতপ্ত। ক্ষমা চাইছি। কিন্তু গত তিন-চার মাসের শান্তি পরিস্থিতি দেখে আমার আশা যে ২০২৫-এর মধ্যে রাজ্যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরবে।'

এইসঙ্গে রাজ্যের ৩৫টি উপজাতি গোষ্ঠীকে মিলমিশে থাকার বার্তা দেন তিনি। তবে হিংসাদীর্ণ মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার কোনও প্রভাব যে পড়েনি এই হামলার ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে।

গত বছরের মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মণিপুর। এ পর্যন্ত ২৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন হয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। সমস্যা সমাধানে বিপুল সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে মণিপুরে। একাধিক জেলায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী। মঙ্গলবার কাংপোকপি জেলায় এমনই এক অভিযান চলাকালীন কুকি জনগোষ্ঠীর মহিলাদের ব্যাপক বাধার মুখে পড়ে সেনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয় জওয়ানদের। উত্তপ্ত এই পরিস্থিতির জেরে মণিপুরের কুকি গোষ্ঠীর 'আদিবাসী একতা সমিতি' ২ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য এই সড়ক বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বর্ষবরণের সঙ্গে কলকাতায় হাজির শীতও

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গ-সহ কলকাতায় জানান দিল শীতও। মঙ্গলবার সন্ধে থেকেই জানান দিয়েছে ঠান্ডা হাওয়া। এরপর বুধবার ভোরের আলো ফুটতেই কলকাতায় উত্তরে হাওয়ার সঙ্গে জানান দিল শীত। ফলে ১ জানুয়ারি, ছুটির দিনের সকাল চুটিয়ে উপভোগ করলেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। অন্যদিকে, শীতের কামড় আর প্রবল উত্তরের বা পশ্চিমের জেলাগুলিতে। সেখানে অনেকটাই নেমেছে পারদ। শুধু তাই নয়, ঠান্ডার নিরিখে অনেকদিন পর কালিম্পংকে টেক্কা দিল পশ্চিমাঞ্চল, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আর যাঁরা উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে গেছেন তাঁদের জন্য আরও সুখবর দিল আলিপুর। বৃহস্পতিবার বছরের প্রথম তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিংয়ে। তবে দার্জিলিং, কালিম্পঙ এবং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সিকিমে তুষারপাতের সম্ভাবনা। তার প্রভাব পড়তে পারে উত্তরবঙ্গের উঁচু পার্বত্য এলাকায়।

নতুন বছরের পয়লা দিনেই কামব্যাক হয়েছে শীতের। একদিনে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পারদ পতন হয়েছে কলকাতায়। আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার আলিপুরের তাপমাত্রা ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। জাঁকিয়ে না হলেও, হালকা শীতেই ফিরেছে স্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার আরও খানিকটা তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, এই দফাতেও

শীতের আয়ু সাময়িক। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। শুক্রবারের পর শনি ও রবিবার তাপমাত্রা একটু বাড়তে পারে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। এদিকে, পুরুলিয়ার তাপমাত্রা নেমে হল ৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা উত্তরের জেলার থেকেও কম। কালিম্পঙের তাপমাত্রা ৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে কালিম্পঙের থেকেও বেশি ঠান্ডা পুরুলিয়ায়। ৯.৫ ডিগ্রিতে নেমেছে ঝাড়গ্রামের পারদ। বাঁকুড়ার তাপমাত্রা ১০.৯ ডিগ্রি ও শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি।

মুম্বই হামলার মূলচক্রীকে প্রত্যর্পণের নির্দেশ আমেরিকার

মুম্বই, ১ জানুয়ারি: ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানাকে হাতে পেতে চলেছে ভারত। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক রানাকে প্রত্যর্পণের নির্দেশ আগেই দিয়েছিল মার্কিন আদালত। এবার মার্কিন আপিল আদালতের বিচারকদের একটি প্যানেল তাঁকে প্রত্যর্পণের দেওয়ায় এবার তাকে ভারতে আনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে যে পাকিস্তানি জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছিল তাদের অন্যতম মদতদাতা ছিল এই রানা। হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রী ছিল মার্কিন নাগরিক ডেভিল কোলম্যান হেডলি। রানা তার ঘনিষ্ঠ। প্রায় দেড় দশক ধরে এই অপরাধীকে হাতে পেতে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে ভারত। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ভারত ও আমেরিকা বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তির ভিত্তিতে সেই প্রক্রিয়া সফল হতে চলেছে।

২০১৩ সালে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেয় আমেরিকার আদালত। ২০২০ সালে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। কিন্তু ভারতের প্রত্যর্পণের আবেদনে খুনের মামলায় ফের তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ওই জঙ্গিকে নয়াদিল্লির হেপাজতে দিতে মার্কিন প্রশাসন আদালতে আবেদন করে।

গত বছরের অগস্ট মাসে ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালত জানিয়ে দেয় রানা ভারতের কাছে প্রত্যর্পণযোগ্য। সম্প্রতি দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের অফিসে ভারত ও আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থার শীর্ষস্তরের কর্তা এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়।

১১ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

মুম্বই, ১ জানুয়ারি: বিধানসভা ভোটে বিজেপি জোটের জয়ের পরে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে ধারাবাহিক ভাবে আত্মসমর্পণ করছেন মাওবাদী নেতা-নেত্রীরা।

এ বার গড়চিরৌলি জেলায় এক সঙ্গে ১১ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশের সামনে। পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারীদের মাথার মোট দাম ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। আত্মসমর্পণ কর্মসূচিতে ফডনবিশ বলেন, 'আমাদের রাজ্যে মাওবাদীদের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। মহারাষ্ট্র শীঘ্রই 'মাওবাদী মুক্ত' হবে।'

সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলকে দমদম বিমানবন্দরে স্বাগত জানালেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ আরও অনেকে।

নতুন বছর উদযাপনের মাঝেই গাড়িতে পিষে মৃত অন্তত ১০

আমেরিকা

নিউ ইয়র্ক, ১ জানুয়ারি: নতুন বছরে জেহাদি হামলায় রক্তাক্ত আমেরিকা। জানা গিয়েছে, নিউ অর্লিন্স শহরে নতুন বছরের সেলিব্রেশন চলছিল। ভিড় জমিয়েছিলেন আট থেকে আশি সকলেই। সেই উৎসব উদযাপনের মাঝেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি গাড়ি। পিষে দেয় বহু মানুষকে। শুধু তাই নয়, ভিড়ের মধ্যে গুলি চালানো হয় বলেও খবর। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। আহত ৩০। সিএনএন সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় বুধবার ভোরে নিউ অর্লিন্সের বোরবন স্ট্রিটে বর্ষবরণের আনন্দে মেতে উঠেছিলেন সকলে। এই রাস্তাটি 'নাইট লাইফে'র জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু বছরের প্রথম দিনই হামলায় রক্তাক্ত হয় বিখ্যাত এই জায়গা। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ভিড়ের মধ্যে একটি ট্রাক হঠাৎই ঢুকে পড়ে। রাস্তায় বহু মানুষকে পিষে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। অনেকে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েন। গুলিও চলে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী কেভিন গার্সিয়ার কথায়, 'আমার পায়ের কাছেই একটি দেহ উড়ে এসে পড়ে। ওখানে গুলিও চলেছিল।' উল্লেখ্য, ২৫ ডিসেম্বরের আগেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে জার্মানির রাজধানী বার্লিন থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ম্যাগডেবার্গ শহরে। সেখানকার ক্রিসমাস মার্কেটে তখন প্রচুর মানুষের ভিড়।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি — নবপত্রিকা
সোম — স্বাস্থ্য বীমা — আরোগ্য
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি — চাবিকাঠি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি — পথ প্রান্তে
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং — লক্ষ্মী
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ — বায়োস্কোপ
শনি — অর্ধেক আকাশ — চিত্রাঙ্গদা

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, PAWAN JAISWAL S/O Rajendra Prasad Jaiswal of F-60/34/385, Chaitali Commercial Complex, P.O. & P.S.-Kalyani, Dist - Nadia, PIN-741235 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, at Barrackpore dated 23rd December, 2024 that my son's actual and correct name is HARSH JAISWAL who was born on 13-03-2020 but in his birth certificate his name has been recorded as HARSHIT JAISWAL inadvertently. HARSH JAISWAL and HARSHIT JAISWAL is the same and one identical person.

DECLARATION

I, SHAMBHU NATH SHAW S/O Late Bindeswari Shaw of 27, Mondal Bazar Road, Kanchrapara, P.O.-Kanchrapara, P.S. - Bizpur, Dist- 24 Pgs (North), PIN - 743145 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, at Barrackpore dated 26th December, 2024 that my actual and correct name is SHAMBHU NATH SHAW and it is recorded in my Aadhar Card and Voter ID but in birth certificate (Vide Reg No. 104822 dated 02.03.2000) of my daughter Beauty Shaw, my name has been recorded as SHAMBHU SHAW. SHAMBHU NATH SHAW and SHAMBHU SHAW is the same and one identical person.

PUBLIC NOTICE

I, MITA BASU, WIFE OF AMOY BASU OF KABI BHUJANGADHAR ROAD, NEAR DESHBANDHU UNION, SAINPALA, BASIRHAT(M), NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 743411. BY VIRTUE OF AFFIDAVIT DATED 19-12-2024 HAS DECLARED THAT IN HIDCO'S DOCUMENTS MY NAME HAS BEEN RECORDED AS "MITA BASU (CHATTERJEE)". "MITA BASU" & "MITA BASU (CHATTERJEE)" IS THE SAME IDENTICAL PERSON.

PUBLIC NOTICE

I, PRABHAT KUMAR MONDAL, SON OF ANIL KRISHNA MONDAL OF JADUNATH BASU ROAD, VTC: BASIRHAT, P.O. BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 743411. BY VIRTUE OF AFFIDAVIT DATED 19-12-2024 HAS DECLARED THAT IN HIDCO'S DOCUMENTS MY NAME HAS BEEN RECORDED AS "PRABHAT KUMAR MANDAL". "PRABHAT KUMAR MONDAL" & "PRABHAT KUMAR MANDAL" IS THE SAME IDENTICAL PERSON.

PUBLIC NOTICE

I, AMIT MAJUMDER, SON OF LILA PADA MAJUMDER OF SAINPALA, JADUNATH BASU ROAD, BASIRHAT(M), NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 743411. BY VIRTUE OF AFFIDAVIT DATED 19-12-2024 HAS DECLARED THAT IN HIDCO'S DOCUMENTS MY NAME HAS BEEN RECORDED AS "AMIT MAJUMDAR". "AMIT MAJUMDER" & "AMIT MAJUMDAR" IS THE SAME IDENTICAL PERSON.

PUBLIC NOTICE

I, ASIT KUMAR MAJUMDAR, SON OF ANIL KRISHNA MONDAL OF JADUNATH BASU ROAD, VTC: BASIRHAT, P.O. BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 743411. BY VIRTUE OF AFFIDAVIT DATED 19-12-2024 HAS DECLARED THAT IN HIDCO'S DOCUMENTS MY NAME HAS BEEN RECORDED AS "ASIT MAJUMDAR". "ASIT KUMAR MAJUMDAR" & "ASIT MAJUMDAR" IS THE SAME IDENTICAL PERSON.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২ রা জানুয়ারি। ১৭ই পৌষ। বৃহস্পতি বার। শুক্লা তৃতীয়া তিথি, জন্মে মকর রাশি অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ী দের নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ্য ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(শুভ কর্ম সাধভক্ষন। অন্নপ্রাশন। বিদ্যারম্ভ। দেবদেবী গঠন। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। কুমারী নাসিকা বেধ। অমৃতযোগ। মাহেন্দ্রক্ষণ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভুম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

জল চুরির বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুরে অভিযান

দেবাশিস দে ● আমতলা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিন কয়েক আগে নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠকে সারা রাজ্যে জল চুরি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে পিএইচই আধিকারিক ও রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন পদাধিকারিককে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, জল চুরি বন্ধের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তার এই নির্দেশের পর পরই পিএইচই দপ্তর ও রাজ্য প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হয় জল চুরি বিরুদ্ধে অভিযান। রাজ্যের সমস্ত পুরসভা এলাকা ও পঞ্চায়েত এলাকা যেখানে যেখানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি নল বাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, সেখানেই জল চুরির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়।

তেমনভাবেই দক্ষিণ শহরতলীর বিষ্ণুপুর ১ নম্বর ও বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক প্রশাসন এই জল চুরির বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় খানা তল্লাশি শুরু করে। এর অঙ্গ হিসাবে বিষ্ণুপুর ১ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন ও পিএইচই আধিকারিকরা নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কিছু জায়গায় জল চুরির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানে বেশ কিছু জায়গায় বেআইনি জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় করা হয়। বিষ্ণুপুর ১ নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নাজির উদ্দিন সরকার জানান, বিষ্ণুপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় পিএইচই ইঞ্জিনিয়ার ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে জলচুরির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে বেআইনি নেওয়া যে সমস্ত জলের সংযোগ কে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং এর সাথে সাথে সাধারণ মানুষকে এই বেআইনি সংযোগের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই অভিযানকে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেন। ভবিষ্যতেও আমাদের এই অভিযান জারি থাকবে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি, বিষ্ণুপুর ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আলমগীর হোসেন জানান, আমাদের ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও জল চুরির ব্যাপারে অভিযান চালানো হয়েছে। এখানেও ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে পিএইচই সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ও পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে ছিল। এই ব্লকে মূলত যে সমস্যা আছে তা হল পানীয় জলকে বিভিন্নভাবে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা। সেগুলোর বিরুদ্ধে কড়া হাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের জলের সংযোগ তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পিএইচই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার অসিত বসাক জানান, 'আমরা বিষ্ণুপুরের দুটি ব্লকেই ব্লক প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে জল চুরির বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত করেছি। এতে ১ নম্বর ব্লকে এখনও পর্যন্ত ৩৬টি অভিযোগ স্থানীয় বিষ্ণুপুর থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আর ২নং ব্লকে ২০৬ টা অভিযোগ বিষ্ণুপুর থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সবকটি অভিযোগের এফআইআর রুজু হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'সারা বিষ্ণুপুর এলাকায়, জল সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল মানুষ জলের নিজস্ব আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার তৈরি না করে সরাসরি পাম্প বসিয়ে জল সরবরাহ লাইন থেকে সেকশন করে তুলে নিচ্ছেন, ফলত সরবরাহ লাইনের শেষের দিকের মানুষ আর জল পাচ্ছেন না। এটা বন্ধ হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মানুষের সর্বাধিক সচেতনতা প্রয়োজন। আমরা এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছি।' অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মজনু শেখ বলেন, 'আমাদের ব্লক লেভেল কমিটির সভায় প্রস্তাব করা হয়েছে, নির্বিচারে গৃহস্থ মানুষের জলের লাইন বিচ্ছিন্ন না করে যে সমস্ত এলাকায় পানীয় জলকে অপব্যবহার করে অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বা কমার্শিয়াল কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলিকে আগে চিহ্নিত করে তারপর সেই লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করা হোক। তাতে জলের ঘাটতি অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া আমাদের ব্লকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের যে বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়ার কাজ চলছে তা এই ২০২৫ এর মার্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন জলের ঘাটতি অনেকটাই মিটবে।' এই জল চুরি সম্পর্কে বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক সোমনাথ রায় বলেন, 'এই অভিযান একেবারেই লোক দেখানো। তৃণমূলের নির্বাচনে না জেতা পঞ্চায়েত সদস্যরা হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে মানুষের বাড়িতে বেআইনিভাবে জলের সংযোগ করিয়ে দিচ্ছেন। যার ফলে এক একটা বাড়িতে তিনটে চারটে করে জলের সংযোগ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। জল চুরির বিরুদ্ধে অভিযানের আগে যারা এই জলচুরি অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই জল চুরিকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিচ্ছেন তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আমরাও চাই বৈধভাবে গৃহীত সমস্ত মানুষ পর্যাপ্ত আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল পাক। তবেই মোদিজীর 'হর ঘর নল সে জল' প্রকল্প বা 'জল জীবন মিশন' সার্থকতা পাবে।'

গঙ্গায় ২.৬১ লাখ মাছ রেঞ্চিং আইসিএআর-সিফরি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইসিএআর-সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিফরি) 'রিভার রেঞ্চিং' নামে একটি সংরক্ষণ প্রকল্প চালু করেছে, যা গঙ্গা তীরবর্তী মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণের কাজ করছে। ২০১৭ সালে 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের আওতায় শুরু হওয়া এই উদ্যোগটি মৎস্য প্রজাতির সামগ্রিক সংরক্ষণে মনোনিবেশ করে। জাতি সংঘ কর্তৃক ১৯৯৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র্য দিবস হিসেবে ঘোষিত দিনটি উদযাপন করতে, ২০২৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর সিফরি পশ্চিমবঙ্গের দুইটি স্থান, ত্রিবেণী এবং কালনায় ২.৬১ লাখ ইন্ডিয়ান মেজরকার্প (রুই, কাতলা এবং মৃগেল) গঙ্গায় ছাড়ে। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা অংশ নেন, পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিবেণী ও কালনার ১২৫ জন স্থানীয় বাসিন্দা ও মৎস্যজীবী অংশগ্রহণ করেন।

২০১৭ সাল থেকে সিফরি মোট চারটি রাজ্যে ১৪৩ লাখেরও বেশি মাছের পোনামুক্ত করেছে। মূল কার্পের পাশাপাশি, ফারাক্কার উপরের অংশে ১.৪ লাখ ইলিশ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে, যা ইলিশের প্রজনন বৃদ্ধি করতে সহায়ক। একইভাবে, মহসীর মাছও গঙ্গায় ছাড়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত, প্রায় ৫ লাখ মাছ গঙ্গায় ছাড়া হয়েছে এবং এরফলে মৎস্য সংরক্ষণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন ড. বসন্তকুমার দাস, নির্দেশক আইসিএআর-সিফরি এবং 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের প্রধান গবেষক। অনুষ্ঠানে তিনি গঙ্গা নদীকে পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব তুলে ধরে স্থানীয় জনগণকে প্লাস্টিকদূষণ প্রতিরোধে সচেতন হতে আহ্বান জানান। তিনি মৎস্যজীবীদের পরামর্শ দেন যাতে তারা মাছ ধরার সময় বিশেষত প্রজনন মরশুমে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকে, ফলে মাছগুলো বছরে অন্তত একবার যেন প্রজনন করতে পারে। এছাড়াও, গাঙ্গেয় ডলফিন এবং অন্যান্য নদীজ প্রাণীর সংরক্ষণেও সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো হয়।

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে বর্ষবরণে হাজির রেগাটার প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অভিনব পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। যাদের হাত ধরে আন্তর্জাতিক খেলায় সিআরসির পরিচিতি বাড়ছে, সেইসব প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে। সম্প্রতি ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরীর উদ্যোগে হয়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ স্ক্যালিং রেগাটা। বছরের সেরা অনুষ্ঠান। রেগাটারই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশেষ আমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে। আলো আঁধারির মাঝে ঝলমলে অনুষ্ঠান। যেখানে চন্দন রায়চৌধুরীর ডাকে হাজির হয়েছিলেন বিশেষ অতিথিরা। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ও চন্দন রায়চৌধুরীর আতিথেয়তায় তাঁরা মুগ্ধ। দেশ-বিদেশে নানা বর্ষবরণের অনুষ্ঠান দেখলেও, ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের এই বিশেষ অনুষ্ঠান তাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকল বলেই জানান রেগাটার প্রতিনিধিরা। বছরশেষে একের পর এক অনুষ্ঠান করে চমকে দিচ্ছেন সিআরসির দীর্ঘ ২ যুগেরও বেশি সময় ধরে থাকা সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। তাঁর উদ্যোগেই জাঁকজমকভাবে হয়ে গেল এই অনুষ্ঠান।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র নতুন কাজের সময় সারণী প্রকাশ করছেন যা সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচ, কলকাতায় কার্যকর হবে। এসইআর-এর অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সৌমিত্র মজুমদার, এসইআর প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার দীপক কুমার ঝা এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চলতি খরিফ মরশুমের রেকর্ড ধান সংগ্রহ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চলতি খরিফ মরশুমের প্রথম দু'মাসে চাষিদের কাছ থেকে রেকর্ড পরিমাণ ধান সংগ্রহ করেছে। গত বছরের নভেম্বর- ডিসেম্বরের তুলনায় এবার কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বলে জানা গেছে। এইসময়ে এত বেশি পরিমাণ ধান আগে কখনও কেনা হয়নি। খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার কৃষকের কাছ থেকে মোট ২৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মসূচির সাফল্যের জন্য খাদ্যদফতরের প্রধান সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন। মরশুমের বাকি সময়েও ধান কেনার গতি যাতে বজায় থাকে সেজন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত ২০২৪-২৫ খরিফ মরশুমের ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে নভেম্বরে, চলবে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। এই সময়ে ৬৬ লক্ষ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গত কয়েকবছর সরকারি উদ্যোগে মোটামুটি ৫৫ লক্ষ টন ধান কেনা হয়েছে। এবার প্রথম দু'মাসের লক্ষ্যমাত্রার ২৫ শতাংশের বেশি ধান কেনা হয়ে গিয়েছে। তাই এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ধান কেনা সম্ভব হতে পারে বলেই আশা করছেন খাদ্য দপ্তরের কর্তারা।

এবার জেলাতেও হবে সঙ্গীতমেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার জেলাতেও সঙ্গীতমেলার আয়োজন করছে। কলকাতায় ১১টি জায়গার পাশাপাশি আরও ৪ জেলায় সঙ্গীতমেলার আয়োজন করা হবে বলে তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানিয়েছেব। তিনি জানান আগামীকাল থেকে শুরু হয়ে বাংলা সঙ্গীতমেলা ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, মহাজাতি সদন, হেদুয়া পার্ক, মধুসূদন মুক্তমঞ্চ, একতারা মুক্তমঞ্চ,দেশপ্রিয় পার্ক, ঋষি অরবিন্দ পার্ক, মোহরকুঞ্জ, রাজ্য সংগীত অ্যাকাডেমি মুক্তমঞ্চ, রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে বসবে সঙ্গীত মেলার আসর। প্রতিবছরই নিয়ম মেনে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজন করে এই মেলার। প্রায় ৫ হাজারের বেশি সঙ্গীতশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী ও সঞ্চালকেরা অংশ নেবেন এই মেলায়। বাংলার খ্যাতনামা বাংলা ব্যান্ড এবং নবীন ব্যান্ডগুলি দেশপ্রিয় পার্কে পারফর্ম করার সুযোগ পাবে। এছাড়াও রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রাঙ্গণে অস্থায়ী স্টল তৈরি করে সঙ্গীত-বিষয়ক বই, রকমারি হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা থাকছে। থাকবে খাবারের স্টলও। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে সম্মান জানানো হবে উৎপলা সেন, সুচিত্রা মিত্র, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁদের নামের শীর্ষক একটি প্রদর্শনী গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শন শালায় চলবে ২ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে নটা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী।

কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম ৩০ ক্যুইন্টাল ধান কেনা বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের কৃষকবন্ধু প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত চাষিদের কাছ থেকে ন্যূনতম ৩০ ক্যুইন্টাল ধান কেনা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কৃষকের জমির পরিমাণ নির্বিশেষে এই নিয়ম কার্যকর করার জন্য খাদ্য দপ্তর জেলার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে। একজন চাষি সরকারের কাছে সর্বোচ্চ ৯০ ক্যুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু দালাল ও ফড়েদের আটকাতে অতিরিক্ত সতর্ক হতে গিয়ে ধানক্রয় কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা অনেক চাষির জমির পরিমান দেখে তাঁদের কাছ থেকে কম পরিমাণে ধান কিনছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কয়েকদিন আগে খাদ্য দপ্তর ধান ক্রয়-সহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে। বৈঠকের কার্যবিবরনিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ে ধান কেনার পরিমাণ ঠিক করা

যাবে না।

রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু প্রকল্পে জমির মালিক চাষি ছাড়াও নথিভুক্ত কিংবা অনথিভুক্ত ভাগচাষিরা আছেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে ধান কিনে তাঁদের বেশি আয়ের ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। খুব কম পরিমাণ জমি চাষ করেন এমন চাষি যাতে অন্তত ৩০ ক্যুইন্টাল ধান সরকারের কাছে বেচতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে জমির মালিক চাষিদের জমির পরিমাণ সরকারের কাছে নথিভুক্ত থাকে। কিন্তু ভাগচাষিদের ক্ষেত্রে এটা নাও থাকতে পারে। খাদ্য দপ্তরের নতুন নির্দেশে ভাগচাষিরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

বাস সংক্রান্ত মামলার শুনানি আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাসের আয়ুর বদলে বাস বাতিলের ক্ষেত্রে সেটির স্বাস্থ্য বিবেচ্য হোক এই আবেদন জানিয়ে বেসরকারি বাসমালিকদের ছ'টি সংগঠনের করা মামলার বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি হবে। রাজ্য সরকার ছাড়াও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিরুদ্ধে ওই মামলা সম্প্রতি হাই কোর্টে দায়ের করা হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় ১৫ বছরের পুরনো বাসের পারমিট নবীকরণ না করার সরকারি সিদ্ধান্তের অস্পষ্টতা নিয়েও ওই মামলায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে বেসরকারি বাসমালিক সংগঠন সূত্রের খবর। তাদের অভিযোগ, কলকাতায় গণ পরিবহণের যাত্রীদের ৪০শতাংশের ভারই বেসরকারি বাস বহন করে। তাই ১৫ বছরের গেরোয় বহু বাস এক লপ্তে বাতিল হয়ে গেলে তার আঁচ সার্বিক পরিবহণ ব্যবস্থার উপরে এসে পড়বে। দুর্ভোগে পড়বেন অসংখ্য মানুষ।

তাদের বক্তব্য সরকারি পরিবহণ আইন অনুযায়ী, ১৫ বছরের পুরনো বাস প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার বাইরে চলতে পারে। বাসমালিকদের প্রশ্ন, স্বাস্থ্য এবং দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষায় উতরে গেলে ১৫ বছরের পুরনো বেসরকারি বাস কলকাতায় তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য নতুন বাসের সঙ্গে চলতে পারবে না কেন? যাবতীয় শর্ত পূরণ করলে ১৫ বছরের পুরনো ব্যক্তিগত গাড়িকে যদি চলার অনুমতি দেওয়া যায়, তা হলে একই শর্তে বেসরকারি বাসকে ছুটতে দিতে সমস্যা কোথায়?পুরনো বাসের পারমিট নবীকরণ করার ক্ষেত্রে সেটির স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখুক সরকার, এমনই দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে বাস ও অন্যান্য গাড়ির আয়ু নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তাবিত নতুন আইনের খসড়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ করছেন বাসমালিকেরা। ওই খসড়ায় সব রকম গাড়ির বিপুল মূল্য বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখে সেগুলির গড় আয়ু বাড়িয়ে ২০ বছর করার কথা বলা হয়েছে। তারই সূত্র ধরে নিজেদের দাবি তুলে ধরতে মরিয়া বেসরকারি বাসমালিকদের সংগঠনগুলি। এই প্রসঙ্গে বেসরকারি বাসমালিকদের সংগঠন 'সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস'-এর সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা বলেন, "এখন যে সমস্ত বাস চলছে, সেগুলির ইঞ্জিন উন্নত, প্রযুক্তি আধুনিক। ফলে, বাস থেকে দূষণ ছড়ানোর মাত্রা যে কমেছে, সেই বিষয়টি বিবেচনা করা হোক। 'অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক রাহুলচট্টোপাধ্যায় বলেন, '১৫ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে পারমিটের নবীকরণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুক সরকার।' রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর অবশ্য বাসমালিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে সহানুভূতিশীল বলে আগেই জানিয়েছেন দফতরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২ জানুয়ারি ২০২৫, ১৬ পৌষ, বৃহস্পতিবার

বছর শুরুর দিনেই অর্জুন-ধনকর সাক্ষাৎ সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজনৈতিক মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষ শুরুর প্রথম দিনই চমক বঙ্গ বিজেপির ডাকাবুকো নেতা অর্জুন সিংয়ের। বছর শেষেই শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জেহাদিদের যোগ আছে ও শুভেন্দু অধিকারীকে খুনের চক্রান্ত হচ্ছে' বলে। সেই হেভিওয়েট নেতাই বছর শুরুতে সাক্ষাৎ সারলেন বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের সঙ্গে। ফলে, বছরের প্রথম দিন থেকেই বাংলার রাজনৈতিক মহলে তৈরি হল নয়া জল্পনা। অর্জুন-ধনকর বৈঠকের মাঝে আবার উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক অরবিন্দ মেনন। যিনি একসময় বাংলার পর্যবেক্ষক ছিলেন। একদিকে যখন তৃণমূল তাদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ব্যস্ত, তখন নিঃশব্দে দিল্লি গিয়ে জগদীপ ধনকরের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ৩০ জুলাই ২০১৯ থেকে ১৭ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে ছিলেন জগদীপ ধনকর। সেই সময়ই অর্থাৎ ২০১৯ সালে ভোটে জিতে তৃণমূল কংগ্রেসের নাভিঃশ্বাস তুলে দিয়েছিলেন অর্জুন সিং। প্রতিটা ইস্যুতেই প্রায় অর্জুন সিং বিজেপি দলের

প্রতিনিধি হয়ে দেখা করতেন বা চিঠি দিতেন তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে। তৃণমূলের তিনিই একসময় বিধায়ক, মন্ত্রীদের বলেছিলেন 'আপনারা প্লেয়ার হলে আমি আম্পায়ার।' অর্জুন সিংই একবার খুনের চক্রান্ত চলছে বলে জগদীপ ধনকড়কে চিঠি লিখেছিলেন। যে চিঠি সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে সত্যতা জানতে চেয়ে অস্বস্তিতেও ফেলেছিলেন। সেই সময় থেকেই সখ্যতা বেড়েছিল অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে ধনকরের। বছর শুরুতেই অর্জুন সিং ও জগদীপ ধনকরের এই সাক্ষাৎ বিশেষ বার্তাবহ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষ করে, অর্জুন সিং যখন চরম বিরোধিতা শুরু করেছে, তখন বিভিন্ন কারণে মামলা করে পুলিশি হেনস্থার পথে হেঁটেছে তৃণমূল সরকার। সদ্য হাই কোর্টে অর্জুন সিংয়ের অ্যাপিলে মুখ পুড়েছে সরকারের ও পুলিশ প্রশাসনের। এরপরই এই সাক্ষাৎ রাজনীতির ইঙ্গিতই স্পষ্ট হচ্ছে। কারণ, এই ধনকরই এখন ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি পদে আসীন। এর আগেও যতবার ধনকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অর্জুন সিং। তার বিভিন্নভাবে প্রভাব পড়েছে বাংলার রাজনীতিমহলে। তাই তৃণমূলের জন্য সিঁদুরে মেঘ দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বঙ্গে বিজেপির নতুন বছরে পদ্ম কতটা ফুটবে তা সময় বলবে। তবে অর্জুন-শুভেন্দু জুটি যে লড়াই করবে ও বেগ দেবে বিস্তর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা বার্তা ঘিরে শুরু নয়া জল্পনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা বার্তা এল দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে। শুভেচ্ছাবার্তায় লেখা, 'রাজ্য তথা দেশবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে মা মাটি মানুষ সর্বদা নিয়োজিত।' তবে এই শুভেচ্ছাবার্তা থেকেই শুরু বিতর্কের। কারণ, ২০২৫-এ যে শুভেচ্ছাবার্তার পোস্টারে নজরে আসে, সেখানে রয়েছে একা অভিষেকের ছবি। সেখানে নেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। কিন্তু সেই বার্তায় কেন মমতার মুখ নেই, সেটাই প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে অবশ্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, এটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত পোস্টে তাঁর পাশাপাশি মমতারও ছবি থাকত। এবার একা অভিষেক। প্রতিবারই নতুন বছরের শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে থাকেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। '২২, '২৩, '২৪- সববারই দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর পোস্টে মমতার ছবি থাকে। এবারই যেন তাল কাটল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত কয়েকটি ঘটনার ট্রেন্ড দেখলেও মনে হচ্ছে, এর পিছনেও কোথাও একটা প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশ কিছুদিন যাবৎ কয়েকটি ক্ষেত্রে কম সক্রিয়তায় দেখা গিয়েছে। তবে নিজের সংসদীয় কেন্দ্র

ডায়মন্ড হারবারে তিনি ভীষণভাবে সক্রিয়। আর সেখানে দাঁড়িয়েই অভিষেক বলেছিলেন, নেত্রী যাঁদের ভরসা করছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁদের নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। আর এই বার্তা যে দলের প্রবীণ গোষ্ঠীর নেতাদের উদ্দেশেই ছিল, তা রাজনৈতিক মহলে স্পষ্ট। তারপর এদিনের যে শুভেচ্ছাবার্তা, তাও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিষয়টি নিয়ে সচেতন বিরোধী শিবিরও। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চার্চে প্রতিবার যে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থনায় যান, সেখানে গত সব বারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সঙ্গী হতে দেখেছি। এবার কিন্তু ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। এটা হয়তো তারই বদলা। আমরা অভিষেককে স্বাগত জানব।' এদিকে তৃণমূলের নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের মাঝেই কালীঘাটে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে বসেছিলেন প্রবীণ নেতা সুব্রত বক্সির সঙ্গে। গত সপ্তাহেই কালীঘাটে বৈঠক হয় দুই নেতার। সূত্রের খবর, টানা দু' ঘণ্টা ধরে চলে আলোচনা। তৃণমূলে প্রবীণ নবীন দ্বন্দ্বের আবহেই এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বঙ্গ রাজনীতির কুশীলব থেকে রাজনৈতিক মহল। এদিকে তৃণমূলের অন্দর সূত্রে খবর, বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বিদেশি মুদ্রা পাইয়ে দেওয়ার প্রতারণায় ধৃত দুই প্রতারক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদীয়া জেলার শান্তিপুরের মালঞ্চ পাড়ার বাসিন্দা আকবর শেখ পেশায় তাঁত শিল্পী। তাঁর ছেলে মালদ্বীপে কাজ করেন। সেই সূত্রে ডলার সম্পর্কে তাঁর আগে থেকেই একটা ধারণা ছিল। কয়েকদিন আগে কালিনারায়ণপুর স্টেশনে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের বাসিন্দা রাজু বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। বয়সের ভারে জীর্ণ আকবর শেখকে রুপি ভাঙিয়ে ডলার দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল রাজু বিশ্বাস। মঙ্গলবার সকালে বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া মন্ডল বাজারে ডাকা হয়েছিল বৃদ্ধ আকবর শেখকে। তিনি নগদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। অভিযোগ, নগদ এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আকবর শেখের হাতে ৫৫৭টি কয়েন এবং একটি ১০০ সৌদি রিয়াল তুলে দিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেয় দুই প্রতারক। কয়েনগুলো হাতে পেয়ে আকবর শেখ বুঝতে পারেন, বিদেশি কয়েনের বদলে সেগুলো ছোট ছোট

টিনের চাকতি। প্রতারিত হতেই আকবর শেখ বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে দুই প্রতারককে পাকড়াও করেছে। ধৃতদের নাম রাজু বিশ্বাস ও আফতাব খরাদি। আফতাব বাংলাদেশের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ডলার ভাঙানোর সূত্রেই আফতাব খরাদির সঙ্গে রাজু বিশ্বাসের পরিচয় ছিল। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে নগদ ৪৮ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে। সেইসঙ্গে পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন, বেশ কিছু জাল নথি এবং টিনের কয়েন তৈরি করার সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ উক্ত প্রতারণা চক্রে জড়িত বাকিদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে। এদিন বীজপুর থানায় বসে প্রতারিত বৃদ্ধ আকবর শেখ বলেন, তিনি খুব গরিব মানুষ। তাঁতের কাজ করে দু'পয়সা রোজগার করেন। টাকার বিনিময়ে ডলার দেবার আশ্বাস দিয়ে কাঁচরাপাড়া মন্ডল বাজারে তাঁকে ডেকে এনে দুইজন এক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তিনি টাকা ফিরে পেতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

৫৩৬ কোটির দুর্নীতিতে ধৃত চিটফান্ডের কিংপিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৫৩৬ কোটির দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার চিটফান্ডের কিংপিন। অভিযোগ, তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করে দেওয়ার টোপ দিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ বিনিয়োগকারীর টাকা হাতিয়েছিলেন এই অপূর্ব। সেই অভিযোগে এবার এই কিংপিনকে গ্রেপ্তার করল সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস বা এসএফআইও। এরপরই বুধবারই তাকে আদালতে তোলা হয়। ২০১০ সাল থেকে ব্যবসা শুরু করেছিলেন অপূর্ব। প্রতিশ্রুতির নামে টোপ ছিল, টাকা দ্বিগুণের প্রতিশ্রুতি। এভাবে ৫ লক্ষ মানুষের টাকা হাতিয়েছিল অপূর্ব। অভিযোগ পেয়ে ২০১৪ সাল থেকে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। সেই সময় জমি বিক্রি করে বিনিয়োগকারীদের কিছু টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক লেনদেনের কাগজ দেখাতে ব্যর্থ হয় সে। তদন্ত যায় এসএফআইও-র হাতে। অভিযোগের ভিত্তিতে অপূর্বকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারী সংস্থা। এদিকে সূত্রে খবর, ১৮টি ভুয়ো কোম্পানি বানিয়েছিল অপূর্ব সাহা। সেই সংস্থাগুলির মাধ্যমে ওই টাকা অন্যত্র পাচার করা হয়েছিল। বিনিয়োগকারীদের টাকায় প্রায় ১৬ কোটি টাকার জমি কেনা হয়েছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রের পিছনে একাধিক মাথা রয়েছে। তাদের খোঁজ পেতেই অপূর্ব কুমার সাহাকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায় তদন্তকারীরা।

ভাঙড়ে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাঙড়ে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা তুলতে গিয়েই আক্রান্ত হন তিনি। ভাঙচুর করা হয় আরাবুলের গাড়ি। বুধবার সকালে ভাঙড়ের ওয়াড়ি এলাকায় পতাকা তোলার সময়ে বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা কর্মীরা আরাবুল ইসলামের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা। আর তা সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পোলেরহাট থানার বিশাল বাহিনী।

ভাঙড়ে আরাবুল ইসলাম ও শওকত মোল্লার মধ্যে দ্বন্দ্ব একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসেও সেই দ্বন্দ্ব আরও একবার প্রকাশ্যে এল। আরাবুল ও তাঁর অনুগামীদের অভিযোগ, যাঁরা হামলা চালিয়েছেন, তাঁরা শওকত মোল্লার অনুগামী। এদিন সকালে ওয়াড়িতে আরাবুল ইসলাম যখন দলের পতাকা তোলার পর বেরিয়ে আসছিলেন, তখনই তাঁর গাড়ির ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চলে। দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পরে লেদার কমপ্লেক্স থানা ও হাতিশালা থানার পুলিশ গিয়ে ছত্রভঙ্গ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। এই ঘটনায় শওকত মোল্লার বক্তব্য, 'ওয়াড়ি বুথে পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান, কর্মাধ্যক্ষ-সকলেই পতাকা উত্তোলন করেছেন। তারপর কয়েকজনকে নিয়ে এসে সেই পতাকা নামিয়ে আবার তুলছিলেন, তখন প্রতিবাদ করা হয়।'

শ্যামাসুন্দরী মন্দিরে দেবীর নামে চলছে প্রতারণা, ঘটনাস্থলে কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মন্দিরের নামে চলছে 'ব্যবসা'। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সামনে এসেছে লাগাতার আর্থিক তছরুপ, প্রতারণার অভিযোগ। এর পাশাপাশি যাঁরা দর্শনার্থী হিসেবে এই মন্দিরে আসেন তাঁদের কাছে থেকে দেবীর পছন্দের নামে গয়না হাতানোর অভিযোগও উঠেছে উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের ভাইরাল শ্যামাসুন্দরী মন্দিরে। এই সব অভিযোগের খবর পেয়ে বুধবার মন্দির চত্বরে হাজির হন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ এবং ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পর কুণাল ঘোষের আর্জি, 'মা কালীকে ভক্তি করুন। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস রাখুন। কিন্তু মন্দিরের নামে ব্যবসার ফাঁদে পা দেবেন না। একইসঙ্গে এও জানান, স্থানীয় থানার ওসি মন্দিরের কথা বলে জানতে পারেন কোনও স্ট্রাস্ট নেই।' এ ব্যাপারে বৈধ কিছু দেখাতেও পারেনি তারা। এদিকে সুকিয়া স্ট্রিটের শ্যামাসুন্দরী মন্দির সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভাইরাল ভিডিও-তে দাবি করা হয়, দেবী রাতের বেলা মন্দিরের মাথায় হেঁটে বেড়ান। নাচ করেন। তাঁর নূপুরের শধ মন্দিরের পুরোহিত শুনতে পান। এরফলে প্রতিদিন বহু ভক্ত সমাগম হয় মন্দিরে। এদিকে ভক্তরা চকোলেট, টেডি বিয়ার দিয়ে দেবীর পুজো দেন। অভিযোগ, একাধিক পুণ্যার্থীকে পুরোহিত নাকি বলেন তাঁর গয়না দেবীর পছন্দ

হয়েছে। সেই গয়না নাকি মন্দিরের জন্য নিয়েও নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি। মন্দিরের নামে ভক্তদের কাছ থেকে ৫০০ থেকে ২৮ হাজার টাকা পর্যন্ত তোলা হয়েছে। অথচ মন্দিরের কোনও ট্রাস্ট নেই। এমনকী, মন্দির চত্বরে এমন পরিস্থিতি থাকে যে অগ্নিকাণ্ড হলে দমকল ঢুকতে পারবে না। মন্দির চত্বরের ভোগ, প্রসাদের থালা ছড়িয়ে থাকছে, যা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করছে।

মাদক খাইয়ে প্রাক্তন সহপাঠীকে ধর্ষণ, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কলকাতায় ধর্ষণের অভিযোগ। মঙ্গলবার অর্থাৎ বর্ষশেষের রাতেই ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এক ছাত্রকে। ধৃত যুবক কলকাতার এক নামি কলেজের ছাত্র বলে জানা গিয়েছে। গড়ফা থানা এলাকার এমনই ঘটনা ঘটে গত ২১ ডিসেম্বর। এরপর গড়ফা থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৩১ ডিসেম্বর। অভিযোগকারী তরুণী জানান, তিনি মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত ছিলেন যে গত কয়েকদিনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত এক নামী কলেজের ছাত্র। অভিযোগকারী তরুণী এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রী। তবে তাঁরা একই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, ফলে প্রাক্তন সহপাঠী হিসেবে পরিচিতি রয়েছে তাঁদের। তবে স্কুল ছেড়ে আসার পর স্বাভাবিক নিয়মেই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন পর সম্প্রতি যোগাযোগ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। সম্প্রতি আবার তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু হয়। এরপরই দেখা করার প্ল্যান করেন তাঁরা। ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েন দু'জনে। জানা গিয়েছে, গত ২১ ডিসেম্বর পুরনো বন্ধু সৃঞ্জয় দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করেন তরুণী। সেটাই কাল হয়। এরপর বন্ধুর ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তরুণীকে মাদক খাইয়ে, অচেতন করে ধর্ষণ করা হয়। মঙ্গলবার গড়ফা থানায় তরুণী অভিযোগ জানানোর পরই তড়িঘড়ি তৎপর হয় পুলিশ। রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় ছাত্রকে। এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠে গেল কলকাতায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে।

বর্ষবরণের রাতে বাজি থেকে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষবরণের রাতে বাজি থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কলকাতায়। একটি নয়, পরপর দু'জায়গায় বাজি থেকে লাগে আগুন। সূত্রে খবর, একটি বহুতল আবাসনের লবিতে আগুন ধরার পাশাপাশি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকল সূত্রে খবর, ১৪৮ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে বিএসএনএল-এর অফিসের ঠিক পিছনের অংশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রথমে দমকলের ৪টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায় এবং পরে আরও ৬টি। মোট ১০টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অন্যদিকে মধ্যরাতে বর্ষবরণ উদযাপনের সময় মুকুন্দপুরে বাইপাস সংলগ্ন একটি বহুতলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, চারপাশে যখন বাজি ফাটছে, তখন একটি জ্বলন্ত বাজি উড়ে গিয়ে পড়ে বহুতলের একটি লবিতে। সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অন্তত তিনটি ফ্লোরে আগুন ছড়ায়। ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা আবাসন। একটু একটু করে আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। যদিও বাসিন্দারা প্রত্যেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। বহুতলের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা দিয়েই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে এদিনের বাজি থেকে আগুন লাগার ঘটনায় বর্ষবরণের রাতে নিরাপত্তা নিয়ে তৈরি হল বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। শহরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন বেপরোয়া বাজি ফাটানো হল, রাতভর কীভাবে চলল দাপাদাপি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

কোটি টাকার গয়না উদ্ধারে ধৃত ৫ মহিলা-সহ ১১

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোটি টাকার সোনা আর হিরের গয়না উধাও। তার বদলে রয়েছে ইমিটেশন গয়না। দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় এমন ঘটনার তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ। নেতৃত্ব দেন ডিসি (সাউথ) প্রিয়ব্রত রায়। তত্ত্বাবধানে ও চেতলা থানার ওসি সুখেন্দু মুখোপাধ্যায়। লালবাজার সূত্রে খবর, বাড়ির লকারে রাখা ছিল প্রায় কোটি টাকার গয়না। কিন্তু কিছুদিন আগে লকার থেকে বের করে অলঙ্কাররাজি হাতে নিয়ে ওজন হালকা মনে হয় গৃহকর্তার। সন্দেহ নিরসনের জন্য পত্রপাঠ জহুরির দ্বারস্থ হন তিনি। তখনই জানতে পারেন সোনা-হিরে নয়, কোনও জাদুমন্ত্রে সেগুলো নিখাদ ইমিটেশনে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ইমিটেশন গয়না রেখে অবিকল একরকম নকল সোনা-হিরের আসল গয়না লোপাট করা হয়েছে লকার থেকে। তাঁর কোটি টাকার অলঙ্কারের দাম এখন সাকুল্যে হাজার টাকাও নয়। এরপরই চেতলা থানায় প্রথমে সোনা ও হীরের ব্রেসলেট, হীরের কানের দুল, চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে তদন্তে নামে পুলিশ। এছাড়াও পরে বেশ কিছু রুপোর বাসন, সোনা ও রুপোর কয়েন, অ্যান্টিক কয়েন চুরির অভিযোগ দায়ের হয় চেতলা থানায়। মঙ্গলবার ডিসি (সাউথ) প্রিয়ব্রত রায় জানান, এই চুরির ঘটনায় পাঁচজন মহিলা-সহ ১১ জনকে চেতলা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রথম দফায় ঝুমা দাস, সমর নস্কর, সুপ্রিয়া পুরকায়েত ও সরস্বতী দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দ্বিতীয় দফায় গ্রেপ্তার হয় ঝুমার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা দাস, দিদি রুমি সিং, অশোক জানা, সনৎ ফদিকার, প্রসেনজিৎ মান্না, তন্ময় ওঝা ও মিহির রাহা।

চেতলা থানার আধিকারিক সন্দীপ পাল ও তাঁর টিমের সদস্যরা জানতে পারেন, চেতলা এলাকার রাজা সন্তোষ রায় রোডের একটি অভিজাত বহুতল আবাসনের পুরো চারতলা জুড়ে থাকেন ওই ব্যবসায়ীর পরিবার। এর পাশাপাশি ওই বাড়িতে রয়েছেন প্রায় জনা দশেক পরিচারক। পুলিশ প্রত্যেক পরিচারক, পরিচারিকাকে জেরা করে জানতে পারে যে, বাড়িতে কাজ করার সুবাদে তাঁদের বিভিন্ন ঘরে অবাধ যাতায়াত। সব থেকে বেশি চুরির সুযোগ বাড়ির 'ন্যানি'

ঝুমা পালের। আর এতেই বাড়ির শিশুটিকে দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ন্যানি'র হাত পড়েছিল লকারের ভিতরের রত্নভাণ্ডারে। পুলিশের দাবি, ঝুমা দাস নামে ওই মহিলা রীতিমতো ছক কষে দফায় দফায় লকার থেকে গয়না চুরি করে টিফিন বক্সে ভরে পাচার করেছেন এবং সন্দেহ এড়াতে একইরকম দেখতে নকল গয়না তৈরি করিয়ে রেখেছেন লকারে। এর পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, ঝুমার বাড়ি মেটিয়াবুরুজে। তদন্তকারীদের দাবি, মেয়ে ও দিদির সাহায্যে ঝুমা সেই গয়নার একাংশ পাচার করেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে। সেই গয়না কলকাতা থেকে মেদিনীপুর হয়ে পৌঁছে যায় গিরিশ পার্কে। আর বাকি চোরাই দামী জিনিসগুলি রেখে দেন নিজেদের কাছে। পুলিশ টিম খোঁজ চালায় ঝুমার ঘরের খাটের তলায় কাঠের বাক্স পর্যন্ত। এমনকী, ঝুমার অন্য একটি বাড়িতে ফেলে রাখা বাতিল বালতির মধ্যে কাপড়ে জড়িয়ে রাখা অবস্থায় উদ্ধার হয় রুপোর গয়নাও। পুলিশের সন্দেহ, এই চোরাই গয়নার সঙ্গে যোগ রয়েছে আন্তঃরাজ্য চক্রের।

এদিকে এই ঘটনায় মূল ধৃত ঝুমা স্বীকার করেন যে, সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তাঁর ডিউটি। আর এই ডিউটির সময় তাঁর নজর পড়ে একটি আলমারির উপর, যার লকারে সোনা ও হিরের গয়না রাখেন পরিবারের লোকেরা। সুযোগ বুঝে ঝুমা আলমারি থেকে একটি একটি করে সোনা, হিরে ও রুপোর গয়না সরাতে থাকেন। যে টিফিন বক্স করে খাবার আনা হত, সেই বক্সের ভিতরই গয়না রেখে মেটিয়াবুরুজে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলে দিতেন মেয়ে প্রিয়াঙ্কা ও মোল্লারগেটের বাসিন্দা দিদি রুমি সিংয়ের হাতে। কয়েকটি বস্ত তাঁরা লুকিয়ে রাখেন। তবে ঝুমা দামি সোনা ও হীরের গয়নাগুলি তুলে দেয় গার্ডেনরিচের অশোক জানার হাতে। অশোক সেই গয়না পাচার করে মেদিনীপুরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী সনৎ ফদিকারকে। তাঁর মাধ্যমে গয়নাগুলি হাতবদল হয় পৌঁছে যায় গিরিশ পার্কে। আর তার বদলে এই স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের হাত ধরেই অবিকল নকল গয়না পৌঁছে যেত ঝুমার কাছে। আলমারির লকার খুলে সেই নকল গয়না রেখে ফের চাবি জায়গামতো রেখে দিতেন ঝুমা। অশোকের সন্ধান পাওয়ার পরই কাজ সহজ হয়ে যায় পুলিশের। পুলিশ গার্ডেনরিচ থেকে অশোক ও মেদিনীপুর থেকে সনৎকে গ্রেপ্তার করার পর ক্রমে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রসেনজিৎ, তন্ময়, মিহিরকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে সোনা ও হীরের গয়না উদ্ধারও হয়। এদিকে, বাকি চোরাই সামগ্রীর সন্ধান পেতে পুলিশ ঝুমার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা ও দিদি রুমিকে জেরা করতে থাকে। শেষপর্যন্ত ঝুমাদের বাড়ির খাটের তলায় ব্যাগ ও বাক্সের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় কয়েকটি চোরাই সামগ্রী। খবর পেয়ে পুলিশ হানা দেয় ঝুমা দাসের অন্য একটি তালাবন্ধ বাড়িতে। ওই বাড়ির ভিতর একটি বালতি দেখে সন্দহ হয় আধিকারিকদের। তার ভিতর রাখা কাপড় বের করতেই উদ্ধার হয় কয়েকটি রুপোর সামগ্রী। এদিকে টানা জেরার মুখে পরিচারক সমর, রাঁধুনি সুপ্রিয়া ও পরিচারিকা সরস্বতী স্বীকার করেন, তাঁরাও বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরির সঙ্গে যুক্ত। এরপরই পরিচারক ও রাঁধুনিকে গ্রেপ্তার করে উদ্ধার হয় আরও কিছু চোরাই সামগ্রী। ধৃতদের প্রথম চারজনকে ৬ জানুয়ারি ও বাকিদের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। এই ঘটনায় আরও কয়েকজন পলাতক। তাদের সন্ধানে উত্তর শহরতলি ও ভিন রাজ্যেও তল্লাশি চালানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

খড়দা পুষ্প প্রদর্শনীর সূচনায় সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের প্রথম দিনেই বুধবার বিকেলে ২৬তম খড়দা পুষ্প প্রদর্শনীর শুভ সূচনা করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি ও গীতিকার তিলোত্তমা মজুমদার। এদিন রহড়া গভর্নমেন্ট কলোনির মাঠের পুষ্প প্রদর্শনীতে রংবেরংয়ের ফুল দেখতে ফুল প্রেমীরা ভিড় জমিয়েছিলেন।পুষ্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনে এসে সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার বলেন, খড়দা পুষ্প মেলায় তিনি প্রথমবার এসেছেন। গোলাপের সম্ভার থেকে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর কথায়, কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে খড়দায় এত বছর ধরে পুষ্প প্রদর্শনী চালিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার

বলেন, 'ওপার বাংলায় যা হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শুধু বাংলাদেশ কেন। অনেক দেশেই এই মুহূর্তে যুদ্ধের পরিস্থিতি।' তাঁর আশঙ্কা, 'একটা চোরা ভয় তো আসছে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ না শুরু হয়ে যায়।'

সম্পাদকীয়

বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষার যে মূল সুর, তা ক্রমাগত অবলুপ্তির দিকে যাচ্ছে

‘শিক্ষা-বৈদ্য’রা আরও নতুন ব্যবস্থা করেছেন ২০২০ সালে। তার ফলে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে মহাবিদ্যালয়ও ত্যাগ করছে। চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হওয়ায় শিক্ষার ব্যয়ভার বাড়বে, অথচ শিক্ষান্তে কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই সেখানেও ছুট। ইউজিসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সি ডি দেশমুখ বলেছিলেন, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমানোর জন্যই শিক্ষা সঙ্কোচন করা হচ্ছে। আজ বাস্তবে সেটাই হচ্ছে নানা মোড়কে। আমাদের দেশের শিক্ষা কমিশনগুলো বলেছিল, যদি ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা যায়, তা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর কোনও চাপ পড়ে না। কিন্তু বাস্তবে কখনও তা ৪ শতাংশ এর বেশি হয় না। শিক্ষার খরচ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সরকারি সাহায্য ধীরে ধীরে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষার যে মূল সুর, তা ক্রমাগত অবলুপ্তির দিকে যাচ্ছে। একাদশ শ্রেণির সিলেবাস বার বার পরিবর্তিত হচ্ছে। এতে শিক্ষার মান বজায় রাখা যায় না। অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিচ্ছে না। শুধু ছাত্র নয়, প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোও এলাকাছুট হয়ে যাচ্ছে। অথচ ওই সব স্কুলে এক সময় প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী ছিল। তাদের অনেকেই আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। পাশাপাশি দীর্ঘ দিন ধরে বিদ্যালয়ে কোনও শিক্ষক, শিক্ষা-কর্মী নিয়োগ নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে খুব কম পারিশ্রমিক দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করলে তার ব্যয়ভার ছাত্র-ছাত্রীদেরই বহন করতে হয়। এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে বিষয় থাকলেও বিষয়-শিক্ষক নেই। এই অবস্থায় স্কুলছুট অসম্ভব নয়। ট্যাব প্রদান একটি ছাত্রদরদি পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই। কিন্তু অতিমারির সময় তা কতটুকু কাজ দিয়েছিল, তথ্য-সহ সত্য উন্মোচন হওয়া দরকার। যে সময়ে দরকার ছিল যথাযথ মূল্যায়নের, পরিবেশ অনুকূল থাকলেও তা করা হয়নি।

একবিংশ শতাব্দীতে সমন্বয়সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয়তা

দিগন্ত চক্রবর্তী

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে একদিকে যেমন নববর্ষ পালনে মেতে ওঠেন একদল মানুষ, তেমনই এইদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। কারণ, অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তবে শুধুমাত্র কাশীপুর উদ্যানবাটিই নয় দক্ষিণেশ্বর, কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানেও লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে এইদিন। ইতিহাস বলে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি দিনটিতেই কল্পতরু হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলতেন, ‘যাবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব’। এক্ষেত্রে হাটে হাড়ি ভাঙা বলতে ঠাকুর যে নিজের আসল স্বরূপকে জনসমক্ষে প্রকাশের কথা বুঝিয়েছিলেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ‘বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।ক্ষ্ম ঈশ্বরের কাছে কিভাবে পৌঁছনো যাবে কিভাবে সেই পথও দিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর কাছে ঈশ্বর মানে সমস্ত জীবকূল। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী শিবানন্দজি বলেছেন, ক্ষ্মতিনি তো সদাই কল্পতরু! জীবকে কৃপা করাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল। আমরা তো চোখের সামনে দেখেছি, তিনি নিত্যই কত জীবকে কত ভাবে কৃপা করতেন।’ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর সাধনার মন্ত্র ছিল মানুষ তথা সমগ্র জীবকূলকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। তাঁর কাছে ভালো মন্দের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। এ প্রসঙ্গে শ্রীম্ রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে কেশবচন্দ্র সেনের সাথে ঠাকুরের কথোপকথনের একটি অংশ উল্লেখ করতে হয়। কেশবকে ঠাকুর বলছেন, ‘মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।’

ঠাকুর চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধাভাব ফিরিয়ে আনতে। তৎকালীন রাজনৈতিক চিত্র যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব ভারতবর্ষ তখন শাসিত এবং শোষিত হচ্ছে অত্যাচারী ব্রিটিশদের হাতে। দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন চললেও কোনটাই চূড়ান্ত সফলতার দিকে এগোতে পারেনি। চৈতন্যহারা সে যুগের মানুষের আলোর দিশারি হয়ে উঠেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে আনা। সকলের উদ্দেশ্যে তাই তাঁর আশীর্বাদবাণী ছিল ‘তোমাদের চৈতন্য হোক’।

গোলা বন্দুক নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে না নেমেও তার থেকেও অধীক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলতেন, ‘হৃদয়মন্দির আগে পরিষ্কার করতে হয়; ঠাকুর প্রতিমা আনতে হয়; পূজার আয়োজন করতে হয়। কোন আয়োজন নাই, ভোঁভোঁ করে শাঁক বাজানো, তাতে কি হবে?’ ভারতবাসীর একে অপরের প্রতি যে ঘৃণা মানসিকতা ছিল, একে অপরের প্রতি যে অশ্রদ্ধা তা অনেকটাই ধুয়ে মুছে সাফ হতে শুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ফলে। তাই জাস্টিস রাওলাটের নেতৃত্বে ১৯১৮ সালে যখন সিডিশন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলো, তখন সেই রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘The Beginnings of a revolutionary movement in Bengal’ এ প্রথমের দিকেই যে দুজনের নাম উল্লিখিত হল যারা নিজে হাতে কখনো বন্দুক অবধি ধরেননি; একজন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অপরজন তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে লেখা হল, ‘In 1886 had died the Bengali ascetic Rama Krishna. He was undoubtedly a remarkable and purely religious man. He strongly defended Hinduism but taught that all religions were true– that all deities were manifestations of the impersonal Supreme– and that Brahmin disdain of low castes was wrong.... He taught social service as the service of humanity.’

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহ রাখার প্রায় ৩২ বছর পর ব্রিটিশ সরকার একপ্রকার ভয়ের সাথে লিখতে বাধ্য হয়েছিল কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি তথা নিজের দেশের প্রতি যে শ্রদ্ধাভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন; বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে যে সমন্বয় গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন তাতে করে ত্বরান্বিত হয়েছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতি। এটা যে ব্রিটিশ সরকারের অত্যন্ত ভীতির কারণ ছিল তা এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী, যে জ্ঞান বই পড়া বিদ্যা থেকে আসেনা। বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গবেষিকা তথা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা রুথ হ্যারিস তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Guru to the World’ - তে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘Vivekananda knew that in his inner nature he was a bhakta Sa religious devoteeV. Ramakrishna was the opposite— he lived as a bhakta– but was a jnani inside– showing great intellectual acuity despite his lack of formal education. They both shared a yearning for òGod intoxication.’

জানা যায় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার বলেছিলেন, ক্ষ্মযখন যাহার তাহার জনের হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রি-যাপন করিব অকৃষ্ণ এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব।ক্ষ্ম অর্থাৎ সেই সময়ে সমাজের উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ, ছুৎমার্গদের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে সমাজের সকল মানুষ যে এক, সেই সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আমরা যদি বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখি তাহলে অনুধাবন করতে পারবো শুধুমাত্র সমন্বয়ের অভাবে কিরকম অশান্তির পরিস্থিতি ক্রমশ বিশ্বের বহু দেশের মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে নিত্য অত্যাচারিত হচ্ছে সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হোক কিংবা ইসরায়েল প্যালেস্টাইন, যুদ্ধ জর্জরিত দেশগুলির মানুষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ রাস্তায় নামছেন যুদ্ধবিরতির দাবি নিয়ে। আবার সমাজিক ক্ষেত্রে আজও আমরা দেখতে পাই জাতি, বর্ণ, ধর্মকে কেন্দ্র করে হানাহানি। আর পারিবারিক কলহের কথা বললে বলতে হয়, সমন্বয়ের অভাবে কিরকম পরিবারগুলো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে শুরু করেছে। একসময় গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ছিল যেসব একান্নবর্তী পরিবার তা আজ লুপ্তপ্রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার রিচার্ড শিফম্যান বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর কল্পতরু দিবস অর্থাৎ ১ লা জানুয়ারি দিনটি এমন একটি দিন যেদিন ঠাকুর বিশেষভাবে সবাইকে ‘চৈতন্য হোক’ বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। আজকের পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ১লা জানুয়ারি কল্পতরু দিবসের দিন শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করলেই হবে না। ১ লা জানুয়ারির এই বিশেষ দিনে আমাদের সংকল্পবদ্ধ হতে হবে, সমন্বয়ের অভাবে বর্তমান বিশ্বে যে প্রভূত সমস্যা তা প্রতিকারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য অধ্যায়ন ও তার বাস্তব জীবনে প্রতিফলন হবে আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ।

কিন্তু কেনো শ্রীরামকৃষ্ণ? কারণ যে প্রাচীন সনাতন ধর্ম বলতে পেরেছে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’, সেই সনাতন ধর্মের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণই বাস্তবে মানুষের সাথে মানুষের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জীবন অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারবো ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সমন্বয়ের পক্ষপাতী। যে কারণে পাঠশালায় তিনি যোগ, গুণ করতে রাজি থাকলেও বিয়োগ করতে বলায় পাঠশালা ছেড়েছিলেন। অর্থাৎ কাউকে বাদ না দেওয়ার যে মনোভাব তার প্রকাশ পাওয়া যায় একদম শিশু অবস্থা থেকেই। আবার তাঁর সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর সমস্ত ধর্মমতের মিলনক্ষেত্র। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়, পন্থার মানুষের মধ্যে তিনি কিরূপ সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তা তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা উল্লেখ পাই। তাইতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখেছেন,

‘বহু সাধকের, বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে,
নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিলে টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আমি।’

শব্দবাণ-১৫০

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বস্ত্র, বসন ২. গৃহ, মহল ৫. খনার যা বিখ্যাত ৮. রান্না ৯. গোড়ায়—। ৭. যুদ্ধ, সংগ্রাম ৯. বদান্যতা, অনুগ্রহ ১১. রাজপুত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাংলা বছরের সপ্তম মাস ৩. আসল নয়, মেকি ৪. চোখ , নেত্র ৬. জবাব ৭. স্বাস্থই —।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪৯

পাশাপাশি: ১. ছোটোহাজারি ৪. হাট ৫. কলমা ৭. লড়াই ৯. দয়া ১১. রাজকুমার।

উপর-নীচ: ১. ছোটলোক ২. হাল ৩. রিহার্সাল ৬. মাতোয়ারা ৮. ইন্দিবর ১০. অকু।

জন্মদিন

আজকের দিন

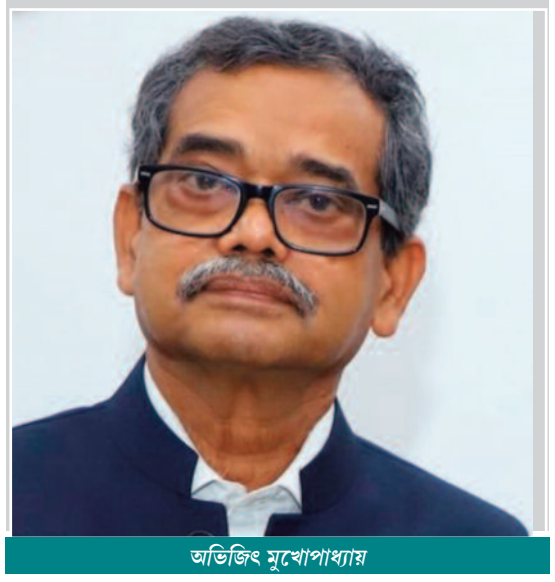

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

১৯৫৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কীর্তি আজাদের জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রমন লাম্বার জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

পুনরুজ্জীবিত ইতিহাস

শুভজিৎ বসাক

১৪১ বছরের ব্যবধানে ইতিহাসের পালাবদল ঘটল, স্টার থিয়েটারের নাম পরিবর্তিত হয়ে হল বিনোদিনী থিয়েটার। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণার সাথেই প্রায় ভুলতে থাকা ইতিহাস আবার একবার নতুন ভাবে পুনরুজ্জীবিত হল। নতুন বছরের শুরুতে এ যেন এক খুশির আবহ ছড়িয়ে দিল সাংস্কৃতিক মহলে।

বিনোদিনী দাসীর জন্ম ১৮৬৩ সালে। তিনি ঊনবিংশ শতকের বাংলা মঞ্চের বিখ্যাত অভিনেত্রী। মাত্র ১২ বছরের অভিনয় জীবনে তিনি বিপুল সাফল্য অর্জন করেন। উল্লেখ্য, ১৮৮৩ সালে বিডন স্ট্রিটে প্রথম তৈরি হয়েছিল স্টার থিয়েটার। সেইসময়ে বিশিষ্ট বাঙালি নাট্যকার, ঔপন্যাসিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে বিনোদিনী তাঁর ভক্ত গুর্মুখ রায়ের কাছ থেকে থিয়েটার তৈরির জন্য টাকা জোগাড় করেছিলেন। কথা দেওয়া হয়েছিল তাঁর নামেই থিয়েটারের নাম রাখা হবে। নাম ঠিক হয়েছিল ‘বি থিয়েটার’। থিয়েটার উদ্বোধনের কয়েক সপ্তাহ আগে বিনোদিনী জানতে পারেন ‘নাম’ পাল্টে নতুন থিয়েটারের রেজিস্ট্রি হয়েছে ‘স্টার’ নামে। বিনোদিনীর নামে ‘নাম’ রাখলে তৎকালীন সমাজ আপত্তি তুলতে পারে সেই ‘যুক্তি’তেই শেষ লগ্নে বিডন স্ট্রিটের প্রেক্ষাগৃহের নাম রাখা হয় স্টার থিয়েটার। স্টার থিয়েটার তাঁর নামে না-হওয়ার আক্ষেপ ধরা পড়েছে বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনীতে যেখানে তিনি লিখেছিলেন যে নটী বলেই তাঁর দেওয়া অর্থে এই প্রেক্ষাগৃহ হলেও তাঁর নাম ব্যবহারে আপত্তি ছিল উচ্চবর্ণের এক শ্রেণির মানুষের এই লাঞ্ছনা তিনি আজীবন ভুলতে পারেননি।

এর পাঁচ বছর পরে ১৮৮৮ সালে বিডন স্ট্রিটের ‘স্টার’-এর ঠিকানা বদল হয়ে উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (অধুনা বিধান সরণি)-এ দ্বিতীয় স্টার থিয়েটার তৈরি হয় যেটি নতুন নামধারায় পরিবর্তিত হল এবং সেটি তৈরির তত্ত্বাবধানে তৎকালীন নাট্য ব্যক্তিত্ব অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুরদের অবদান স্বীকার্য। নতুন ঠিকানায় স্টার চলে এলে কখনওই সেখানে অভিনয় করেননি বিনোদিনী দাসী। এদিকে বিডন স্ট্রিটের প্রথম স্টার থিয়েটার নানা হাত বদল হয়ে নাম হয় ‘মনমোহন থিয়েটার’। ১৯২৮ সালে যখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ তৈরি হয়, তখন ভাঙা পড়ে ইতিহাস খ্যাত সেই বিডন স্ট্রিটের পুরনো ভবনটি। পরবর্তীকালে ১৯৯১ সালে আগুনে পুড়ে যায় বর্তমান ঐতিহ্যবাহী থিয়েটার হলটি এবং ২০০৫ সালে তৎকালীন কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের অধীনে নতুন রূপে সেজে উঠেছিল এই স্টার থিয়েটার এবং নতুনরূপে স্টার থিয়েটারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন।

সমৃদ্ধবহুল দীর্ঘ ইতিহাসে বিনোদিনী আর স্টারের সম্মিলিত নাম-মাহাত্ম্য সম্পৃক্ত হয়ে পরবর্তীকালে হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের সঙ্গে মানুষ বিনোদিনীর স্মৃতিকে একাত্ম করেছে তবুও বাস্তবে ইতিহাসের পাতা থেকে সেই নাট্য ব্যক্তিত্বকে ধূসর অধ্যায়ে পর্যবসিত করা হয়েছিল স্বার্থ চরিতার্থের পরে এবং সেই মলীন অধ্যায়ই আজ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের হাত ধরে প্রাসঙ্গিকতার সাথে প্রকাশ্য হয়ে পথ চলা শুরু করল, যা ইতিবাচক প্রেক্ষাপটের সাক্ষী হয়ে রইল।।

নতুন বছর নতুন হয়ে উঠুক

সুবল সরদার

কেমন করে আস্তে আস্তে একটা বছর চলে যায় ঝরা পাতার মতো ,যেন হেমন্তের অবিরল বাতাস । নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পুরানো কে হয়তো এভাবে বিদায় নিতে হয়। বিষণ্ণ পাতা ঝরা শীতের রাতে নিঃশব্দে সে বিদায় নেয় নতুনের আগমনে ঝরা পাতাকে সাক্ষী রেখে। তবুও এই বিদায়ে কোন খেদ নেই তার , আছে শুধু আশা আর স্বপ্ন। ঝরা পাতা থেকে চির সবুজ পাতা, নতুন বছর বলে সেই কথা। মনে হয় আজ আর নেই কোন ভাবনা। পরীর ডানা মেলে উড়ে বেড়াব দেশে দেশে প্রেমের দেশে গিয়ে।

আসা -যাওয়া পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে বারো মাসের হাত ধরে ঋতু চক্রের পালা বদল আমার দৈনন্দিন জীবনে নতুনত্বের স্বাদ আনে। গ্রীষ্মের তাপদাহ থেকে বর্ষার শাওন ধারা। হেমন্তের শিশির ভেজা ঘাস থেকে বসন্তের সমীরণ। কী যাদুতে কচি পাতার খেলা ঘর ! একমাত্র সময় পারে। মনে হয় সে বারো মাস নামক চাকার গাড়ি হয়ে ছয় ঋতুকে ক্লান্তিহীনভাবে নির্বিঘ্নে টেনে যায় অন্তত কালের পথ ধরে। ঋতু বদলের সাথে সাথে বারোমাস তোরো পার্বণ উৎসবমুখর হয়ে আনন্দ দান করে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে ।

এ বছর অনেক ঘটনার সাক্ষী থাকে । দেশে দেশে যুদ্ধ থেকে রাজনৈতিক পালা বদল। সবচেয়ে দুঃখ জনক ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সেদেশের জনগণের দৈন্যদশা ,রাজনৈতিক পালাবদলের নামে দেউলিয়া হয় সেদেশ । সোনার বাংলা আজ লঙ্কার মতো আগুনে পুড়ে ছারখার হয় । সে জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে চায়। কোভিড দেখলাম, দেশে দেশে যুদ্ধ দেখলাম, এখন দেখছি বাংলাদেশের তান্ডবলীলা । বছর আসে যায় গতানুগতিক পথে কিন্তু কেউ কেউ মনে দাগ গেঁথে যায়। আমরা কী কখনো ভুলতে পারব কোভিডের বছরকে ? যেমন আমরা কখনো ভুলতে পারব না এ বছরটাকে - বাংলাদেশ কেমন করে ভুলে যায় তার ধাত্রী মাতা ভারতকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তান্ডবলীলা এ বছরকে কলঙ্কিত বছর হিসেবে চিহ্নিত করে থাকবে।

নববর্ষের প্রথম দিনের আতিথেয়তা বরণের মতো আজ এই শেষ দিনে তার বিদায় লগ্নে নেই কোন আবেগঘন মুহূর্ত । শিশির বিন্দুর নিঃশব্দ পতনের মতো মধ্যরাতে তার আসন্ন বিদায় শুধু চাপা দীর্ঘশ্বাসে ভরা নিঃশব্দতা। নতুন আর পুরাতনের তফাৎ এইখানে একজনের আবেগে বরণ করা আর অন্যজনের অবহেলায় বিদায় দেওয়া ।

বিগত বছরে কি পেয়েছি কি পাইনি তার হিসেবে কেউ করে না। নতুন বছরের নতুন ভাবনা নয়। সেই পুরাতন ভাবনা আবার নতুন করে উঁকি দেয় । আমরা একরাশ স্বপ্ন নিয়ে নতুন বছরকে বরণ করি। তাই নতুন বছর মানে স্বপ্ন পূরণের বছর, আশা আকাঙ্ক্ষার বছর, বেকারদের কর্ম সংস্থানের বছর হবে আশা করি । সারা বছর নেতাদের দাপাদাপি,বাক চাতুর্য, তাদের কথার ফুলঝুরি মনকে অশান্ত করে তোলে। তাই নতুন বছরে একটু বসন্তের বাতাস লাগুক হাড়ে, কবিতার বছর হয়ে উঠুক প্রাণে যাতে ক্লান্ত প্রাণ একটু জিরাতে পারে। ইংরেজদের নতুন বছর পয়লা বৈশাখের মতো বৈশাখী আবেগে নিয়ে আসে না । আমাদের পয়লা বৈশাখ বসন্তের আবহে আনন্দধারা বহন করে আনে আর ইংরেজদের ফার্স্ট জানুয়ারি শীতের বিষন্নতা বহন করে আনে বসন্তের পথ চেয়ে । তবুও সে নতুন। নতুনকে বরণ করার মধ্যে থাকে নতুনত্বের স্বাদ, বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময় লাগে। মনে হয় প্রতিটা দিন যদি বছরের প্রথম দিন হয় !

অবশেষে বছরের শেষ দরজায় বড়দিন কড়া নাড়ে। বড় না ছোট এটা আমাদের ভাবনা নয়। বড় দিন বড় আনন্দের দিন বলা যায়। বড়দিনকে কেক দিবসও বলা যায় যা বাবু কালচারের অঙ্গ হয়ে ওঠে। যাদের হাতে পর্যাপ্ত টাকা আছে তারা রাতের কুয়াশা মেখে চক্ষু লাল করে টলমল পায়ে ললনাদের হাতে হাত ধরাধরি করে সারা রাত পার্ক স্ট্রিটে হাঁটে। পয়লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর প্রত্যকটা দিনের হিসেব কেউ রাখে না। সূর্যের উপস্থিত কী সমান ভাবে প্রতিদিন থাকে? কখনো মেঘে ঢাকা কখনো আলোর ঝলমলে প্রভাত। এভাবে দিন কেটে যায়,বছর কেটে যায় ,নতুন বছর আসে। নতুন বছরে নতুন কোন অঙ্গীকার নেই। শুধু আশা- স্বপ্নের দোলা চেপে দোল খাওয়া। পুরাতনের কালিমা মুছে নতুন বছর নতুন হয় উঠুক।

কাঁকসার দেউল পার্কে চা বাগান তৈরি করে অসাধ্য সাধন কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে বছরের প্রথম দিনে আনন্দে মেতে ওঠেন কাঁকসার দেউল পার্কে আসা মানুষরা। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ দেউল পার্কে ও অজয় নদের পাড়ে পিকনিক করতে আসেন। কেউ আসেন পরিবারের সঙ্গে আবার কেউ অফিসের কলিগদের নিয়ে, আবার কেউ আসেন বন্ধুদের সঙ্গে দেউল পার্কে পিকনিক করতে। নানান পদের রান্নার সঙ্গে চলে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া আর নাচ গান। সঙ্গে পার্কের মনোরম পরিবেশে ঘুরে দেখার সঙ্গে চলে টয় ট্রেন ও অন্যান্য রাইডিং ও বোটে করে জলাশয়ে ঘোরা। পার্কের পাশেই রয়েছে বনবিভাগের পার্ক যেখানে রয়েছে হরিণ ও ময়ূর। যা ঘুরতে আসা মানুষদের কাছে বাড়তি পাওনা। তবে পার্কে ঘুরতে আসা মানুষকে কাছে পার্কটিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে এবছর পার্কের এক প্রান্তে শুরু হয়েছে পরীক্ষামূলক ভাবে চা গাছের চাষ। যে চা গাছ দেখ তে পাওয়া যায় শিলিগুড়ি দার্জিলিং, ডুয়ার্স সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। সেই চা গাছ চাষ করে অসাধ্য সাধন করেছেন পার্কের কর্মীরা। পার্কের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা জানিয়েছেন, তারা গত কয়েকমাস আগে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে সেখ নকার চা চাষের সঙ্গে এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলার পর তাদের দেউল পার্কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখ নকার বেশ কিছু চা চাষের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা কাঁকসার দেউল পার্কে এসে মাটি পরীক্ষা করে দেউল পার্কের মাটিতে চা চাষ করা সম্ভব হবে বলে জানানোর পর সেখানে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি চা বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। যা এবছর পার্কে ঘুরতে আসা মানুষদের কাছে নতুন এক আকর্ষণ।

উত্তরপাড়ার মাখলায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বর্ষবরণের রাতে উত্তরপাড়ায় 'মার' খেলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপাড়ার মাখলায়। এই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করেছে ডানকুনি থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ওই এলাকায় পিকনিক করতে যান রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য পার্থ নস্কর। অভিযোগ, তাঁদের ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। বেধড়ক মারধর করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, উত্তরপাড়া স্টেশন লাগোয়া এলাকায় দিনের বেলা মাদক বিক্রি হয়। পুলিশি ধরপাকড় হলে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ফের শুরু হয় মাদক কেনাবেচা। এই কারণেই অপরাধমূলক কাজকর্ম বাড়ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেল, বর্ষবরণের রাতে রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য পার্থ নস্কর ও তার সতীর্থরা রাতে ফেরার সময় মাখলা অটো স্ট্যান্ডের সামনে ঝগড়া ঝামেলা থামাতে গেলে পার্থ বাবুকে মারধর করা হয় এবং তিনি কপালে আঘাত পান। তিনি আহত হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেই সময় কিছু দুষ্কৃতী অটো স্ট্যান্ডে বেশ কিছু দোকান ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, খবর পেয়ে পুলিশ চলে আসে, তল্লাশি চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে বুধবার তাদের পুলিশ শ্রীরামপুর কোর্টে নিয়ে যায় বিচারক তাদের জেল হেপাজতে নির্দেশ দিয়েছেন ১৪ দিনের। এই ঘটনার প্রতিবাদে মাখ লা দিল্লি রোড রুটে এদিন টোটো চলাচল বন্ধ ছিল। এই ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের কড়া শাস্তি দিতে হবে।

বুদবুদের রণডিহা ড্যামে পিকনিকের ঢল, প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে চলছে রোপওয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বছরের প্রথম দিনে বুদবুদের রণডিহা ড্যামে পিকনিক করতে ভিড় জমান বহু মানুষ। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই জায়গায় পিকনিক করতে আসেন বলে আগে থেকেই রণডিহা ড্যামের লক গেট বন্ধ থাকে। নানা পদের খাবারের সঙ্গে চলে নাচ গান। কোনও রকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই গোটা এলাকা জুড়ে মোতায়েন ছিল বুদবুদ থানার পুলিশ। যাতে কেউ দামোদর নদে গভীর জলে স্নান করতে না নামে তার জন্য বারবার সকলকে সাবধান করা হয়। দামোদর নদের চরে পিকনিক করতে দেখা যায় পর্যটকদের। দামোদরের এক প্রান্তে পূর্ব বর্ধমান জেলা অপর প্রান্তে বাঁকুড়া জেলা। এদিন দুই জেলার মানুষ নতুন বছরের পিকনিকের আনন্দে মেতে ওঠেন। অন্যদিকে রণডিহা ড্যামে গত কয়েকদিন ধরে যে একটি বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে বেআইনিভাবে চলা রোপওয়ে মঙ্গলবার বিকালে বন্ধ করে দিয়ে যায় বুদবুদ থানার পুলিশ। সেই রোপওয়ে বুধবার সকাল থেকে ফের চলতে দেখা যায়। রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়েই বেআইনিভাবে অর্থের বিনিময়ে রোপওয়েতে মানুষকে রাইড করাতে দেখা যায় এদিন। যদিও এই বিষয়ে বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে তারা অনুমতি নিয়েছেন। এলাকার পঞ্চায়েত ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় তারা এই রোপওয়ে চালাচ্ছেন বলে দাবি করা হয়।

অন্যদিকে এই বিষয়ে বিজেপির বর্ধমান সদরের জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, আসলে এদের কাছে কোনও কাগজ নেই। কোনও নথি নেই তাই তারা কিছুই দেখাতে পারছে না। তার অভিযোগ যেখানে মঙ্গলবার বিকালে প্রশাসন বন্ধ করে দিয়ে যায়। রাতারাতি কোন অফিস খোলা ছিল যে ওদের অনুমতি পেয়ে গেল।

ভোর ৬ টা থেকেই সিঙ্গুর রেলস্টেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুর থেকে চালু করেছিলেন সিঙ্গুর 'আন্দোলন লোকাল' এর। নববর্ষের প্রথম দিনেই সকাল ৬টা থেকে আবারও প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হলেন সিঙ্গুরবাসী। এরপর থেকে সিঙ্গুর তথা আপামোর মানুষের কাছে এই 'আন্দোলন লোকাল' মানুষের নিত্যদিনের যারা কর্মসূত্রে কলকাতা কিংবা অন্যান্য জায়গায় কাজে যান তাদের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়েছিল। নববর্ষের প্রথম দিনেই ভোর ৬টা থেকেই সিঙ্গুর রেলস্টেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে বৃহৎ প্রতিবাদী কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়, তাতে মন্ত্রী তথা সিঙ্গুর বিধানসভার বিধায়ক বেচারাম মান্না, হরিপাল বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না উপস্থিত ছিলেন, ছিল একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ববৃন্দ। সিঙ্গুরের কৃষকদের আন্দোলনকে সম্মান জানিয়ে, সিঙ্গুরের রেল যাত্রীদের জন্য ২০০৯ সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লোকাল ট্রেন চালু করেছিলেন। কিন্তু বুধবার থেকে আর থাকছে না এই সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল। নববর্ষের প্রথম দিনেই আন্দোলনে নামেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বেচারাম মান্না বলেন, 'পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নোটিস দিয়ে জানানো হয়েছে সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল চলবে তারকেশ্বর পর্যন্ত। সিঙ্গুর লোকাল থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারতেন তাঁরা। পূর্বরেল চক্রান্ত করে এই ট্রেনটিকে তারকেশ্বর পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইছে। বুধবার সকালে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেই সিঙ্গুর স্টেশনে হাজির হলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র অবশ্য জানান, যাত্রীদের চাহিদা আছে। সেই অনুযায়ী দুটি সিঙ্গুর লোকালের একটি তারকেশ্বর থেকে একটি হরিপাল থেকে চলবে। তাতে সিঙ্গুরের যাত্রীদেরও সুবিধা হবে। ট্রেন তুলে নেওয়া হয়নি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী গোরা রানী ঘোষ স্বামী ৺লক্ষ্মীনারায়ন ঘোষ, **২)শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ** পিতা ৺লক্ষ্মীনারায়ন ঘোষ উভয়ের সাকিম জারুড়া, পোলবা, হুগলী, **৩)শ্রীমতী খেমঙ্করী ঘোষ** স্বামী শ্রী অমিতাভ ঘোষ সাকিম হারিট, দাদপুর, হুগলী, **৪)শ্রীমতী কিরনময়ী ঘোষ** স্বামী শ্রী দেবব্রত ঘোষ সাকিম নসিবপুর, সিঙ্গুর, হুগলী বিগত ইং 01/10/2007 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-288/2007 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী মুক্ত রায়** পিতা ৺নিমাই চন্দ্র রায়, সাকিম ২৭/এ ভট্টাচার্য্য গার্ডেন রোড, নবগ্রাম, শ্রীরামপুর, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা পায়রাডাঙ্গা, ৭৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪ ও ৩৫৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৪১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৩ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **শ্রী মুক্ত রায়**

আমমোক্তার

INDIAN INSTITUTE OF EDUCATION
Naul, Shyampur, Howrah

Wanted

Assistant Prof. in Bengali, Physical Science, History, Education and foundation course(2) as per NCTE Norms for B.Ed. section. Apply within 10 days :- iie3620@gmail.com

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার গ্রামীণ হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এদিন উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ফতেপুরে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠানটি হয়। এদিন রক্তদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি। শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হয় বারগ্রাম অঞ্চলের বনমালীনগর (সাপুড়) বাজারে। এখানে রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। এখানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলি মোল্লা। এছাড়া শ্যামপুরের বাছরি অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রেজুয়ান খানের নেতৃত্বে বড়সড় রক্তদান শিবির ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যাম সুন্দর মেটিয়া।

খুদে পড়ুয়াদের লেখাপড়ার সরঞ্জাম প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছর বছরের প্রথম দিনে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন তৃণমূল কর্মীরা। সেই মতো বুধবার কাঁকসার মোল্লাপাড়ায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিলেন তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দোপাধ্যায় সহ দলের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী সমঠকরা। এদিন কাঁকসার মোল্লাপাড়ায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা উত্তোলন করার পাশাপাশি এলাকার ছোট ছোট খুদে পড়ুয়াদের হাতে লেখা পড়ার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বছরের প্রথমদিনে ঈশ্বরের কাছে কামনা করেন যাতে সকলের বছরটা ভালো কাটে ও সকলেই যাতে সুস্থ থাকে। এছাড়াও এতদিন যেভাবে মানুষ তাদের পাশে ছিলেন আগামী দিনেও যাতে থাকে সেই আবেদন করেন কাঁকসার মানুষের কাছে।

Damodar Valley Corporation

DVC Towers, VIP Road, Kolkata 700 054

Gist of Annual Performance Review (APR) Application for the year 2023-24

1. Damodar Valley Corporation (DVC) has made an application before the West Bengal Electricity Regulatory Commission (the Commission) for Annual Performance Review (APR) for the year 2023-24 vide communication dated 14.11.2024 received on 18.11.2024. The APR application dated 14.11.2024 has been admitted by the Commission in Case No.: APR-128/24-25.
2. The gist of APR application is as follows:
   (i) In compliance to the directive of Hon'ble West Bengal Electricity Regulatory Commission vide its order dated 13.03.2024, DVC has filed this application on 14.11.2024.
   (ii) The Actual Aggregate Revenue for the ensuing years of the control period are as follows:
   For Distribution Licensee:

For Distribution Licensee

(Rs. in Lakh)

Particulars	Amount
Actual Aggregate Revenue Requirement	648784.06
Revenue Billed to the Firm Consumers other than licenses (WBSEDCL and IPCL) in West Bengal at Current Tariff approved by this commission vide tariff order dated 13.03.2024	539448.54
Revenue Recovered from WBSEDCL	21899.81
Revenue Recovered from IPCL	11077.89

   (iii) Major reasons for increase/decrease in average cost of supply is given in text petition :
   a) Computation of ARR considering the Tariff Order of CERC for 2019-24 period i.r.o. generating stations and T&D System of DVC.
   b) Power Purchase cost has been considered at actual.
   c) Energy Charge is considered at actual.
   (iv) Major factor not considered in the above increase/decrease sought : True-Up orders i.r.o of Generating Stations and T&D Network of DVC for the period 2019-24 to be issued by CERC.
   (v) Details of major changes proposed regarding applicable terms and condition : Not applicable
   (vi) Any other important issue :
   a) DVC in the instant petition has submitted the Revenue i.r.o consumers other than the Licensees based on the revised bills raised in accordance with the Tariff Order dated 17.06.2022. However, due to stay imposed vide order dated 06.06.2022, 15.06.2022 and 23.11.2022 by Hon'ble APTEL, Hon'ble High Court at Calcutta and Hon'ble Supreme Court of India; DVC could not recover the entire arrear amount billed to the consumers barring from a very few consumers. The Revenue billed to consumers after issuance of the Tariff order dated 17.06.2022 as submitted in the instant petition is subjected to change based on the final outcome of the relevant cases pending before Hon'ble APTEL and Hon'ble Calcutta High Court.
   b) No separate Tariff for Licensees (i.e. WBSEDCL and IPCL) was determined vide order dated 17.06.2022. Therefore, the revenue recovered from WBSEDCL and IPCL has been submitted in the instant petition based on the same methodology adopted in the APR order dated 18.09.2023, 11.12.2023 and 11.01.2024.
3. APR application submitted by Damodar Valley Corporation may be inspected at the office of the Commission at Plot No. AH/5 (2nd Floor and 4th Floor) Premises No. MAR 16-1111, Action Area - 1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata - 700163 [Telephone No. (033) 2962-3756 and FAX (033) 2962-3757, **e-mail: cp-wberc@gov.in**] during the office hours (11.00 a.m. to 5.00 p.m.) on all working days up to 1 (one) day prior to the last date of submission of suggestion, objections and comments and copies of the APR application may also be downloaded from the website of DVC free of cost up to one day prior to the last date of submission of suggestions, objections and comments.
4. The APR application has been posted on the website of the applicant at **www.dvc.gov.in**
5. The suggestions, objection and comments, if any, on the proposals contained in the APR application shall be submitted at the office of the Commission mentioned above during the office hours (11.00 a.m. to 5.00 p.m.) on all working days within 21 (twenty one) days from the date of publication (including the date of publication) of this notice in the newspapers.
6. The gist has been published with the approval of the commission.

Place : Kolkata
Date : 02.01.2025

Subrata Ganguly
Sr. General Manager (Commercial)
INF&PR/Comml/84/24-25

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Mineral Group

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

MONOLITHISCH INDIA LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Monolithisch India Private Limited" with effect from August 29, 2018 as a Private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated August 30, 2018 issued by the Deputy Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN U26999WB2018PTC227534. Pursuant to a special resolution passed by our Shareholders in the Extra-Ordinary General Meeting held on September 30, 2024, our Company was converted from a private limited company to public limited company and consequently the name of our Company was changed to "Monolithisch India Limited", and a fresh certificate of incorporation dated November 21, 2024 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. The CIN of the Company is U26999WB2018PLC227534. For further details please refer to chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 126 of this Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: Plot No. 381, Village: - Utaraha, P.S. Neturia Purulia, WB 723101 India
Corporate Office - Cosy Corner, Burdwan, Compound Lalpur, Ranchi GPO, Ranchi, Jharkhand India – 834001
Tel.: +919155330164, **E-mail:** info@monolithischindia.in, **Website:** www.monolithisch.com
Contact Person: Sushil Shrigopal Ladda, Company Secretary & Compliance Officer ; **CIN:** U26999WB2018PLC227534

OUR PROMOTERS: PRABHAT TEKRIWAL, HARSH TEKRIWAL, SHARMILA TEKRIWAL AND KARGIL TRANSPORT PRIVATE LIMITED

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE")."

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 57,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF MONOLITHISCH INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF [●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.39% AND [●] % RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [●] EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND BENGALI EDITION OF [●], REGIONAL NEWSPAPER (BENGALI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF WEST BENGAL WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE ") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (of which one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size between ₹ 2 lakhs up to ₹ 10 lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 10 lakhs) and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 237 of this Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with additional eligibility criteria for in principle approval for listing on NSE EMERGE in accordance with press release dt 18/12/24 of 208th SEBI Board meeting on "Review of SME framework under SEBI (ICDR) Regulations, 2018, to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus on December 31, 2024. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the Draft Red Herring Prospectus filed with NSE Emerge shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer, on the website of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company www.monolithisch.com. Our Company invites public to give comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with NSE Emerge with respect to disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments to the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM in relation to the offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with NSE Emerge.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 25 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The equity shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of NSE (***"NSE Emerge"***). For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, see ***"Capital Structure"*** beginning on page 57 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, see ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 126 of this Draft Red Herring Prospectus.

The BRLM associated with the Issue has handled 61 Public Issues in the past three financial years, out of which 1 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	59	1

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

HEM SECURITIES LIMITED
Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India
Tel. No.: +91- 22- 49060000; **Email:** ib@hemsecurities.com
Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com ; **Website:** www.hemsecurities.com
Contact Person: Sourabh Garg; **SEBI Regn. No.** INM000010981

REGISTRAR TO THE ISSUE

KFINTECH **KFIN TECHNOLOGIES LIMITED**
Address: Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana
Tel. No.: +91 40 6716 2222 ; **Email:** mil.ipo@kfintech.com
Website: www.kfintech.com ; **Investor Grievance Email:** einward.ris@kfintech.com
Contact Person: M Murali Krishna ; **SEBI Registration No.:** INR000000221

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Sushil Shrigopal Ladda, Company Secretary & Compliance Officer, **E-mail:** cs@monolithischindia.in, **Tel.:** +919155330164, **Website:** www.monolithisch.com

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.

For Monolithisch India Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sushil Shrigopal Ladda
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Purulia, West Bengal
Date: January 01, 2025

Disclaimer: Monolithisch India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP on December 31, 2024. The DRHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company www.monolithisch.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 25 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ***"Securities Act"***) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশৃঙ্খলা, পরিত্যক্ত দেওয়াল ভেঙে জখম ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে একটা কম্বল আর একটু খিচুড়ি পাওয়ার জন্য উপচে পরল গ্রামবাসীদের ভিড়। আর সেই ভিড়ে চরম বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হল। সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি পরিত্যক্ত দেওয়াল ভেঙে গুরুতর জখম হলেন পাঁচ মহিলা সহ সাতজন। তড়িঘড়ি তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে। বুধবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশচন্দ্রপুর থানার তুলসিহাট্টা এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে এদিন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজন করা হয়। হরিশচন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী তথা মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য মর্জিনা খাতুনের উদ্যোগেই এই

কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, চাঁচলের বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা। বিকেলের এই অনুষ্ঠানে তৃণমূলের একে একে বক্তারা দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের বিষয়ে নানাভাবে বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু তার মধ্যে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে পড়ছিল। বক্তব্য কর্মসূচি শেষ হতেই যখন কম্বল বিলি শুরু করা হয়, তখন যেন উপচে পড়ে গ্রামবাসীদের ভিড়। কোনওরকম শৃঙ্খলাবদ্ধ না থেকে কে আগে কম্বল নেবে? এই প্রতিযোগিতায় চরম ধাক্কাধাক্কি এবং হাতাহাতিও শুরু হয়ে যায় একাংশ গ্রামবাসীদের মধ্যে। সেখানে হাড়ি, গামলায় রাখা খিচুড়ি হুড়োহুড়ির জেরে উল্টে যায়। পরিস্থিতি বেসামাল হতে দেখেই দলের কর্মী সমর্থকরা ছুটে আসেন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে যদিও সম্পূর্ণভাবে এদিনের এই কম্বল বিলি অনুষ্ঠান হয়নি বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

হরিশচন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন বলেন, আসলে এদিন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ১৫০০ জনকে কম্বল দেওয়া এবং খিচুড়ি খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক হাজার গ্রামবাসী উপস্থিত হয়েছিলেন। কাকে ছেড়ে কাকে কম্বল দেব কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আর আগে কম্বল পাওয়ার রেষারেষিতেই হয়েছে। একাংশ মানুষ বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করেছে। তবে গুরুতরভাবে জখম কেউ হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। যতটা সম্ভব গ্রামবাসীদের কম্বল বিলি করা হয়েছে।

দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সারা রাজ্যের পাশাপাশি বুধবার গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের ফেঁকোতে ব্লকের তৃণমূল নেতা নিরঞ্জন দাসের উদ্যোগে পালন করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন ফেঁকোতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো, তৃণমূল নেতা নিরঞ্জন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। উল্লেখ্য, পয়লা জানুয়ারি ছিল শাসক দল তৃণমূলের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন রাজ্য জুড়ে বুথ স্তর থেকে শাসক দলের কর্মী সমর্থকরা দিনটি পালন করেন। কোথাও পতাকা উত্তোলন থেকে শুরু করে কোথাও শীতবস্ত্র বিতরণের মতো কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেই মতো এদিন গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল নেতা নিরঞ্জন দাসের উদ্যোগে দিনটি পালিত হয় ফেঁকো দলীয় কার্যালয়ে।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২১.০১.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি @১০% দর বৃদ্ধির পরিমান:
১.	**শ্রী স্বদেশ দাস** ২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, পোস্ট- সালকিয়া, থানা- মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১১১০৬। **শ্রীমতী আল্পনা দাস** ২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, পোস্ট- সালকিয়া, থানা- মালিপাঁচঘড়া, , হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭১১১০৬।	তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, প্রায় ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যুক্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরিং (লিফট সুবিধা সহ), আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৫০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেড রুম, একটি লিভিং-তথা খোলা রান্নাঘর, একটি ডাইনিং, একটি স্টাডি রুম, একটি পূজা রুম, একটি টয়লেট ইত্যাদি এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গ্যারেজ যার নং ২০৩, পরিমাপ প্রায় ২৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ৮ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ১৩এ, 'এল' রোড, পোস্ট- নেতাজিগড়, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, আরএস ও এলআর দাগ নং ৮১২ সম্পর্কিত, আরএস খতিয়ান নং ৩২৮ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান নং ৬৪৮, ১৭৪৭ এবং ২০৭৭ এবং জেএল নং ৯, মৌজা - বেলগাছিয়া কিসমতের অধীনে অবস্থিত, সেইসঙ্গে তথায় সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ উল্লিখিত ফ্ল্যাটের নীচের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার, এবং অবিচ্ছিন্ন অংশের সমস্ত অধিকার সহ। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী আল্পনা দাস এবং শ্রী স্বদেশ দাস এর নামে আছে ২০২০ সালের নবন্ধিত দলিল নং ০৫০২০৩০০৭ এর মাধ্যমে** যা এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ এর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে রেকর্ড করা হয়েছে। **(সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে)** **এসএ নং এসএ/৩৭৯ সাল- ২০২৪ এর মাধ্যমে ডিআরটি-১-তে দায়ের করা হয়েছে, তবে এই সম্পত্তি বিক্রির বিরুদ্ধে কোনও স্টে স্থগিত আদেশ নেই।**	**৩০,৫১,৩০৬.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার তিনশো ছয় টাকা মাত্র)** ১৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি: ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	২৯,৮৮,০০০.০০ টাকা ২,৯৮,৮০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা **পরিদর্শনের তারিখ: ১৪.০১.২০২৫**
২.	ঋণগ্রহীতা: **১. শ্রীমতী রিয়া ঘোষ** **২. শ্রী এস এস রামাসুব্রমণিয়ান** **উভয়ের বাসস্থান-** ফ্ল্যাট নং ৭০৩, ৮ম তল, টাওয়ার সি৬, ইডেন সিটি মহেশতলা পৌরসভা, হোল্ডিং নং বি১- ৯০/এ/১, নিউ বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১৩৭। **এবং** ফ্ল্যাট নং ৪/এফ/ ১, বাটা নিউ হাউজিং কমপ্লেক্স, বাটা নগর, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩৭ **এবং** সিব্বাটি, ডাঃ এস পি ঘোষ রোড, বাগবাজার চন্দননগর হুগলি, পিন- ৭১২১৩৬	স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নম্বর - ৭০৩, টাওয়ার-সি-৬-এর ৮ম তলায় লিফট সুবিধা সহ টাইলস ফ্লোরিং এর সকল,যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ১২৩৬ বর্গফুট। ইডেন সিটি মহেশতলাতে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং বি১- ৯০/এ/১/ নিউ বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, পোস্ট- সারেঙ্গাবাদ শাখা, থানা- মহেশতলা, মৌজা- সারেঙ্গাবাদ, জেলা দক্ষিণ ২৪-পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০১৩৭, মহেশতলা পৌরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডের অধীন সেইসঙ্গে উক্ত টাওয়ারের নীচের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহ এবং অভিন্ন এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহ এবং সেইসঙ্গে টাওয়ারের চারপাশে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা আবাসিক কমপ্লেক্সে সাধারণ এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে আগ্রহ এর অধিকার সহ। সম্পত্তিটি ডিড অফ কনভেয়েন্স নং আই-২৩৬৮ সাল ২০১৮ মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছে (১) শ্রী এস.এস. রামাসুব্রমণিয়ান এবং (২) শ্রীমতী রিয়া ঘোষের নামে, এবং এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বই নং -১, ভলিউম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৭৭৪৩ থেকে ৭৭৭৮৯ এ রেকর্ড করা হয়েছে যার ২০১৮ সালের বিয়িং নং ১৬০৭০২৩৬৮ । **(সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে)**	**৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশো ছয় টাকা মাত্র)** ২৮.০২.২০২৩ **অনুযায়ী (অর্জিত অনাদায়ী সুদ এবং অর্জিত চার্জ সহ)** তদুপরি ০১.০৩.২০২৩ থেকে আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি: ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	২৭,৬০,০০০.০০ টাকা ২,৭৬,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা **পরিদর্শনের তারিখ: ১৪.০১.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০২.০১.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কল্পতরু উৎসবে পুণ্যার্থীদের ঢল কামারপুকুর মঠ ও মিশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রীতি মেনেই কল্পতরু উৎসব পালন আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। ১ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসবে বিশেষ পুজোপাঠ কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি সকাল থেকেই ভিড় থাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্মৃতিবিজড়িত গোঘাটে অন্যতম তীর্থক্ষেত্র কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। ১ জানুয়ারি কামারপুকুর মঠ ও মিশনে কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় জমান। এই বিষয়ে মঠে আসা এক পুণ্যার্থী বৈশাখী রায় জানান, আমি প্রথম এখানে আসছি। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, এই দিন যা প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেবেন। তাই এই দিনটাকে স্মরণ করতে এখানে এসেছি। অন্যদিকে আর এক পর্যটক বলেন, মঠে এসে খুব ভালো লাগছে। বছরের প্রথম দিন মঠে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পুজোপাঠ দেখতে পেরে নিজে ভাগ্যবান মনে করছি। রামকৃষ্ণ দেব আমাদের চলার পথ দেখিয়েছেন। এখানে এসে আমরা আপ্লুত। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজি মহারাজ বলেন, ১ তারিখ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরুদিবস। কামারপুকুর মঠ ও মিশনে প্রতিবছর যেভাবে কল্পতরু উৎসব পালন করা হয় সেই ভাবেই এই বছর পালন করা হচ্ছে। এই দিনটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন। এই দিনটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার কি মনে হয়, আমি কে? সবার কাছে বলে বেরাও কি তুমি বুঝেছো বা কি জেনেছো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দেবের চরণতলে বসে হাত জোর করে বলেছিলেন, ব্যস, বাল্মিকী যার ইয়াত্তা করতে পারেনি, আমি তার সম্বন্ধে কি বলব। এই সমাধি অবস্থা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। সেই মুহূর্তটিই কল্পতরু নামে পরিচিত। এই সময় এমন একটা ভাব ধারণ করেছিলেন, যে যা প্রার্থনা করেছিলেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, সবই তিনি দান করেছিলেন। স্বামী সারোদা নন্দজি মহারাজ, এই দিনটিকে বলেছেন, শ্রী রামকৃষ্ণ দেব আত্মপ্রকাশে অভয় প্রদান করেছিলেন। নিজেকে সকলের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। জীবজন্তু সহ সকল মানুষকে তিনি অভয় প্রদান করেছিলেন। কেবল এই দিনটিই নয়, সারা বছর ধরেই আমাদের কাছে কল্পতরু হিসেবে তিনি বিরাজমান। সকালবেলা থেকেই মঙ্গল আরতি, ভজন, বৈদিক মন্ত্র পাঠ শুরু হয়েছে। দুপুরবেলা প্রসাদ বিতরণ হবে এবং সন্ধ্যাবেলায় আরতি হবে।

২৮ কেজি ওজনের কেক কেটে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন এক দল তৈরি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার তৈরি সেই দল গত ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে। সেই দলের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে তৃণমূল নেতারা তৃণমূলের জন্মদিন হিসেবেও কোথাও কোথাও পালন করে আসছেন প্রতি বছর। সেই মতো এই বছর ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ২৮ কেজি ওজনের কেক কেটে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক তৃণমূল। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ অন্যান্যরা। এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলন করে ৪/৪ ফুট এবং ২৮ কেজি কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন বিধায়ক, ব্লক সভাপতি সহ নেতৃত্বরা।

২ বাংলাদেশি মহিলা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: দুই বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ। বাগদা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাগদার মাথাভাঙা এলাকা থেকে বুধবার সকালে দুই সন্দেহভাজন মহিলাকে আটক করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে ধৃত দুই মহিলা আজমিরা খাতুন ও শিরিনা খাতুন বাংলাদেশের যশোর জেলার বাসিন্দা। এই দুই মহিলা কয়েক মাস আগে চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করে বাইরের রাজ্যে পরিচারিকার কাজ করত। বাংলাদেশে বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে তারা চোরাপথে বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য বাগদায় এসেছিল। ধৃতদের এদিন দুপুরে বনগাঁ মহাকুমা আদালতে পাঠাচ্ছে বাগদা থানার পুলিশ।

মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রীকে রাজ্য সরকারের তরফে শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: আইসিএসসি বোর্ডের মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রী আমাদিয়া ঘোষকে শংসাপত্র ও পুরস্কার দিয়ে সংবর্ধিত করল রাজ্য সরকার। বুধবার বাড়িতে এসে তার হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন জেলাশাসকের প্রতিনিধি। গত বছর ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন কলকাতায় বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে সেই অনুষ্ঠানটি বাতিল হয়। পরিবর্তে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই পুরস্কার কৃতিদের

হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার ১৫ জন কৃতি ছাত্র ছাত্রীর এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়। অন্ডাল ব্লকের উখরা পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণ পল্লির বাসিন্দা আমাদিয়া ঘোষ একজন। মাধ্যমিকে উখড়া এজি চার্জ স্কুলের ছাত্রী আমাদিয়ার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৮৮.৮ শতাংশ । ১ জানুয়ারি বুধবার তাকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। এদিন বিকেলে তার বাড়িতে এসে শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক দপ্তরের প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর আধিকারিক সৌমেন্দ্র ব্যানার্জি ।

বর্ষবরণে ২,০০০ শিল্পীর 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বর্ষবরণের চমক এবার বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলায়। এবছর প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র এবং সুরকার গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ। এই উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলা নৃত্য ও গানমেলা উৎসব কমিটি তিন বাঙালি শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বেছে নিয়েছিল বছরের শেষ দিন টিকে। ৩১ ডিসেম্বর সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে গান মেলার শেষ দিনে বীরভূম জেলা থেকে এক হাজার নৃত্যশিল্পী ও এক হাজার সংগীতশিল্পী লাইভ পারফরম্যান্স করেন। উদ্যোক্তাদের দাবি এ ধরনের অনুষ্ঠান আগে কোথাও হয়নি।

বৃহস্পতিবার থেকে সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে শুরু হয়েছিল বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলা। এবছর গান মেলা দ্বাদশতম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ২০১১ সালে বীরভূম জেলা স্কুল ময়দানে ২৬ অগস্ট থেকে ২৮ অগস্ট পর্যন্ত মোট তিনদিন নিয়ে শুরু হয়েছিল গান মেলা। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় বন্ধ হয়ে পড়ে গান মেলা। বৃহস্পতিবার বিকাল চারটে বীরভূম জেলা পরিষদ সংলগ্ন আম্বেদকর উদ্যান থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে তা এসে পৌঁছয় মেলা প্রাঙ্গণে। গানমেলার এক যুগের

আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বীরভূমের জেলা শাসক তথা সংগীত শিল্পী বিধান রায়। তিনি বলেন, নৃত্য ও গানমেলা বহু শিল্পীকে ভালো মঞ্চ উপহার দিয়েছে, গান মেলায় বহিরাগত শিল্পীদের সঙ্গে একই মঞ্চে জেলার শিল্পীরা সুযোগ পান যা তাদের মনোবল বাড়ায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়ূরাক্ষী খালমণ্ডলের অধীক্ষক বাস্তুকার সমর সরকার ও ময়ূরাক্ষী সদর শেষ ভুক্তি বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার সন্দীপ দাস, সংগীত গুরু শান্তব্রত নন্দন ওসি ট্রাফিক সুমন প্রামাণিক প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। অন্যান্য বারের মতো এবারও সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্ব বহুরূপী শিল্পী ননীচরা দাস বাউল, লোকো শিল্পী নিখিল ঘোষ, সুরকার গীতিকার মনিরুদ্দিন আহমেদ ও লোকো কবি- গীতিকার সন্তোষ কর্মকার এবং নৃত্যশিল্পী সমীরণ দাস, বাউল শিল্পী নিতাই দাস বাউলদের সংবর্ধনা জানানো হয়। উৎসব কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মৃণালজিৎ গোস্বামী বলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের উদ্যোগে এই মেলায় ছয়দিনে মোট প্রায় তিন হাজার শিল্পী অংশগ্রহণ করেছে যা সংস্কৃতির অঙ্গনে মাইলস্টোন। বর্ষবরণের রাতে সমস্ত শিল্পীদের জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাসে করে নিয়ে আসা হয় সিউড়িতে। ইরিগেশন কলোনির ময়দানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হওয়ার পর ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে গান মেলার মঞ্চেই শুরু হয় বিচিত্রা অনুষ্ঠান।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তোপাজ কয়াল, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক/প্রতীকী দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২০.০১.২০২৫ (ক্র. নং ১ এবং ২)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৪.০২.২০২৫ (ক্র. নং ৩)
অকশনের সময়: দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স কল্পতরু আটাচাকি শপ, স্বত্বাধিকারী - তাপস কুমার ঘোষ,** পিতা- প্রয়াত তারাপদ ঘোষ, ঠিকানা - ১, দুর্গাপুর মেন রোড, গ্রাম এবং পোস্ট - দুর্গাপুর, থানা - বালি, জেলা হাওড়া, পিন - ৭১১২০৫ এবং ৬৪/১, অমরেন্দ্র সরণি, উত্তরপাড়া, হুগলি -৭১২২৫৮ **জামিনদারগণ: ১. শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ,** স্বামী- শ্রী তাপস কুমার ঘোষ, এবং ২. **মানস ঘোষ,** পিতা- প্রয়াত তারাপদ ঘোষ **জামিনদার(গন)-এর ঠিকানা :** ১, দুর্গাপুর মেন রোড, গ্রাম ও পোস্ট - দুর্গাপুর, থানা- বালি, জেলা হাওড়া, পিন- ৭১১২০৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ তিনটি গুদাম পরিমাণ ১০৫ বর্গফুট, ৮৮ বর্গফুট, এবং ১০৮ বর্গফুট মোট ৩০১ বর্গফুট গীতাঞ্জলি আবাসনদ নামে পরিচিত জি-৩ তলাগ্রাউন্ড ফ্লোরে, মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ২৪৭২, ২৪৭৩ এবং ২৪৭৮/২৫৪০, খতিয়ান নং ৮৭৪২ এবং ৮৭৮৯, থানা- বালি, জেলা - হাওড়া, দুর্গানগর অভয়নগর নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন - ৭১১২০৫। **চৌহদ্দি :** উত্তরে পান্নালাল ঘোষের দোকান, দক্ষিণে , কমন প্যাসেজ, পূর্বে - বিভূতি পাল এর দোকান, পশ্চিমে- বালি দুর্গাপুর রোড। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম তাপস কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত তারাপদ ঘোষ, উল্লেখ্য দলিল নং আই-১০৫৪ তারিখ- ১৪.০২.২০০২, আই-৮৪২০ এবং আই-৮৪২১ তারিখ- ১৮.১২.২০০৩।** **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে**	**১,২৬,৭৩,০৮৭.৮৬ টাকা (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতাশি টাকা ছিয়াশি পয়সা মাত্র)** ৩১.১০.২০১৮ **অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৫,৭২,০০০.০০ টাকা খ) ৫৭,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পরিদর্শনের তারিখ: ১৩.০১.২০২৫**
২.	ঋণগ্রহীতা : **মা গৌরী ট্রেডিং** **স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতী লিপিকা সাহা,** স্বামী- মানিকলাল সাহা, **ঠিকানা:** গ্রাম দীঘিরপাড়, ক্যানিং সিনেমা রোড, পোস্ট ও থানা- ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩২৯ **জামিনদার(গণ)- শ্রীমতী লিপিকা সাহা এবং মানিকলাল সাহা** **জামিনদার(গণ)-এর ঠিকানা :** নং ৫১, কালাপাথর, বিজয়নগর, ঝিলতলা শিব মন্দিরের নিকট, হ্যাভলক, দক্ষিণ আন্দামান, পিন - ৭৪৪২১১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন সহ, যার অবস্থান- মৌজা - দিঘিরপাড়, জেএল নং ১২১, হাল জেএল নং ১০৬, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, আরএস হাল খতিয়ান নং ৬১৫, এলআর খতিয়ান নং ২৫৭৫, বর্তমান ৪৭৫৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০, থানা- ক্যানিং, এডিএসআর - মাতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতী লিপিকা সাহা, দলিল নং আই-৩১৯০ সাল-২০১১, সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুসারে):** উত্তরে - শ্যামলকান্তি দাস, দক্ষিণে- রঞ্জিত কুমার হালদার, পূর্বে - খাস জমি, পশ্চিমে - মানিকলাল সাহার সম্পত্তি। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে**	**৫০,৬৩,৭৯৭.০৯ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশো সাতানব্বই টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র)** ১৭.০২.২০২২ **অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়।	ক) ৩৭,২৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৭২,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পরিদর্শনের তারিখ: ১৩.০১.২০২৫**
৩.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রীমতী রুক্কিয়া খাতুন,** স্বামী- মহঃ ইরশাদ ইয়াউব **ঠিকানা:** ৪বি, তোপসিয়া রোড, তিলজলা, কলকাতা- ৭০০০৩৯ **এবং** বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২০৫, দ্বিতীয় ফ্লোর, ব্লক-বি, পোদ্রাহ, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১১০৯ **জামিনদার:** **১) শ্রী মুশতাক আহমেদ** **ঠিকানা:** ৮এ, কুষ্টিয়া রোড, রেডিয়েন্ট, স্কুল কমপ্লেক্স, তিলজলা, কলকাতা- ৭০০০৩৯ **এবং** ৮ই, তোপসিয়া রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৯	'বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত গ্রাউন্ড প্লাস ফোর (জি+৪) তলাবিশিষ্ট বিল্ডিং-এর দ্বিতীয় ফ্লোরে স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট রুম/ইউনিট নং-২০৫, যার বিক্রয়যোগ্য এলাকা১০০০ বর্গফুট দ্বিতীয় ফ্লোরে সুপার বিল্ট-আপ এলাকা সহ ফ্ল্যাটে রয়েছে তিনটি বেড রুম, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি সমন্বিত শৌচাগার, একটি বারান্দা ইত্যাদি এবং মৌজা পোদ্রাহ তে অবস্থিত, আরএস দাগ নং-৪৬৪, আরএস খতিয়ান নং-৫১২, এলআর দাগ নং-৬০৮, এলআর খতিয়ান নং-৩৩৪৩, হাল খতিয়ান নং-৩৩৪৪, জেএল নং- ৩৮, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০৯, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস রানীহাটি, সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক জমির অংশ। **উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নরূপভাবে পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ২০৪, পূর্বে- খোলা আকাশ, দক্ষিণে- খোলা আকাশ, পশ্চিমে- প্রবেশদ্বার, লিফট, সিঁড়ি এবং কমন স্পেস। দলিল নং-২০১৭ সালের ০৫০১০৩১২১, ভলিউম নং-০৫০১-২০১৭, বুক- আই, পৃষ্ঠা ৮৫৪১৯ থেকে ৮৫৪৫৬ পর্যন্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত ডিএসআর হাওড়া এর মাধ্যমে **সম্পত্তিটি রুক্কিয়া খাতুনের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলের অধীনে**	**২২,১১,৫৭৮.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ এগারো হাজার পাঁচশো আটাত্তর টাকা মাত্র)** ২২.০৭.২০২৪ **অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়।	ক) ২৫,৫৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৫,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৭৭৩৭ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পরিদর্শনের তারিখ: ২৮.০১.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০২.০১.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

১৫ হাজার টাকার জন্য কাড়া হয়েছে কাম্বলির ফোন, ১৮ লাখ বকেয়া, হারাতে পারেন বাড়িও

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বিনোদ কাম্বলি। সে দিনই ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারের আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে জোড়া তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। মাত্র ১৫ হাজার টাকা দিতে না পারায় কেড়ে নেওয়া হয়েছে কাম্বলির আই ফোন। এমনকি, তিনি যে হাউজিং সোসাইটিতে থাকেন সেখানে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা বকেয়া। ফলে হারাতে পারেন ফ্ল্যাটও।

জানা গিয়েছে, গত ছ'মাস ধরে কাম্বলি ফোন ব্যবহার করছেন না। নিজের ফোন খারাপ হয়ে যাওয়ায় সারাতে দিয়েছিলেন। সারানোর খরচ বাবদ ১৫ হাজার টাকা দিতে পারছেন না। ফলে এখনও ফোন ফেরত পাননি। শুধু তাই নয়, কাম্বলির স্ত্রী আন্দ্রেয়া হিউইট জানিয়েছেন, তাঁরা যে হাউজিং সোসাইটিতে থাকেন সেখানে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১৮ লাখ টাকা বকেয়া রয়েছে। যে কোনও দিন সেই ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে তাঁর।

কাম্বলি এখন বোর্ডের থেকে মাসিক ৩০ হাজার টাকা পেনশন পান। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসা চালানোর খরচও ছিল না তাঁর। হাসপাতালের মালিক কাম্বলির অনুরাগী হওয়ায় বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। আগামী দিনেও তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাশাপাশি আরও অনেক অনুরাগী এগিয়ে এসেছেন কাম্বলির সাহায্যার্থে। একটি রাজনৈতিক দলের তরফেও পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে।

দু'সপ্তাহ ভর্তি থাকার পর বুধবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয় কাম্বলি। চারটে নাগাদ তিনি বেরিয়ে আসেন হাসপাতাল থেকে। মূত্রনালীতে সংক্রমণ হয়েছিল তাঁর। পাশাপাশি মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধেছিল। আপাতত বিপদ নেই।

ভারতের এক দিনের দলের জার্সি পরে বেরোতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অনেক অনুরাগী অপেক্ষা করছিলেন বাইরে। কাম্বলি একটি ব্যাট হাতে তাঁদের সঙ্গে কিছু ক্ষণ ক্রিকেট খেলেন। কাম্বলির চিকিৎসক শৈলেশ ঠাকুর বলেছেন, 'উনি ভাল আছেন। আমি নিজেই বাড়িতে ছেড়ে এসেছি।'

চন্দননগরে হাতে কলমে ব্যাটিং কৌশল শেখালেন জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি তাইবু

নিজস্ব প্রতিনিধি: চন্দননগর ঐতিহাসিক শহর। নতুন বছরের প্রথম দিনই সেই শহর মাতিয়ে দিলেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক তাতেন্ডা তাইবু। কয়েকদিন আগেই বেহালা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীর উদ্যোগে চন্দননগর শহর মাতিয়ে দিয়ে ম্যাচ খেলে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার খুদেরা। এবার বিশ্বজিৎ মুখার্জী খুদে শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিলেন জিম্বাবোয়ের তারকার থেকে সামনে থেকে টিপস নেওয়ার। চন্দননগর বয়েজ ক্লাবে এবার শতবর্ষ। সেই উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে ক্লাব। বিশ্বজিৎ মুখার্জীই ঝটিকা সফরে বছরের প্রথম দিন চন্দননগর বয়েজ ক্লাবে তাইবুকে নিয়ে যান। তরুণ শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দিলেন জিম্বাবোয়ে দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। কয়েক ঘণ্টার সফরে প্রথমে ক্লাব ঘুরে দেখেন স্বস্ত্রীক তাইবু। এরপর মাঠে সময় কাটান তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে। গ্লোবাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির খুদে শিক্ষার্থীদের ব্যাটিং স্টাইলের পরামর্শও দেন তিনি। ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধিতও করা হয় তাঁকে। তিনি বলেন, 'এখানে আসতে পেরে এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। সবাই খুবই প্রতিভাবান , অনুশীলনে জোর দিলে অবশ্যই

আগামী দিনে এগিয়ে যেতে পারবে'। একসময় জিম্বাবোয়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন তিনি। কিন্তু বোর্ডের সঙ্গে জোর বিরোধের ফলে আচমকাই ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে দেশের হয়ে ২৮ টেস্ট, ১৫০ ওডিআই খেলেছেন। সম্প্রতি পাপুয়া নিউ গিনিতে কোচিং করাচ্ছেন। এবার বিশ্বজিৎ মুখার্জীর ডাকে কলকাতায় এসে খুদে শিক্ষার্থীদের টিপস দিতে চান তাইবু। আরও তিনদিন কলকাতায় কোচিং টিপস দেবেন তিনি। ২ থেকে ৪ জানুয়ারি বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমিতে সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত রাইজিং স্টার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ক্লাস নেবেন এরপর আবার দুপুর দেড়টা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত টালিগঞ্জ অগ্রগামীর মাঠে মন্টু ঘোষ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ক্লাস নেবেন জিম্বাবোয়ের এই কিংবদন্তি।

রোহিত অবসর নিলে টেস্টে ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক কে? দৌড়ে তিন ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেওয়াল লিখন ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। ব্যাটিং ফর্ম প্রভাব ফেলেছে রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বেও। দলের হার আরও চাপ বৃদ্ধি করছে রোহিতের উপর। তবে কি সিডনি টেস্টের পরেই অবসর নেবেন রোহিত? তেমনটাই শোনা যাচ্ছে। যদি তা-ই হয় তা হলে টেস্টে ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক কে? পার্থে রোহিতের অবর্তমানে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। তিনি ভারতের সহ-অধিনায়ক। পার্থে বুমরাহ জেতালেও পাকাপাকি ভাবে কি তাঁর হাতেই যাবে নেতৃত্ব? দৌড়ে রয়েছেন তিন জন ক্রিকেটার। অর্থাৎ, বুমরাহ ছাড়া আরও দুই ক্রিকেটারের সুযোগ রয়েছে ভারতের অধিনায়ক হওয়ার।

ভারতের পরবর্তী টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে বুমরাহ। তার সবচেয়ে বড় কারণ, তাঁর ফর্ম। পার্থে বুমরাহ দেখিয়েছেন, ভাল অধিনায়ক হওয়ার সব গুণ তাঁর মধ্যে রয়েছে। সেখানেও প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু তাতে হতাশ হয়নি দল। উল্টে অস্ট্রেলিয়াকেও চাপে ফেলে দিয়েছিল তারা। তাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন বুমরাহ। পার্থ টেস্টের পরে বুমরাহের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা। দলের ক্রিকেটারেরাও জানিয়েছিলেন, বুমরাহ কোনও সময় হতাশ হননি। বার বার ক্রিকেটারদের তাতিয়েছেন। সেখান থেকেও যে ম্যাচ জেতা যায় সেই তাগিদ দিয়েছেন।

ভারতকে সব ফরম্যাট মিলিয়ে মোট পাঁচটি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন বুমরাহ। শুরুটা হয়েছিল টেস্টেই। ২০২২ সালে রোহিতের কোভিড হওয়ায় বার্মিংহ্যামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে বুমরাহ অধিনায়কত্ব করেন। শুরুটা ভাল হয়নি। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকেও হারতে হয়েছিল। যদিও পার্থে জিতে নজর কেড়েছেন তিনি। ২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও বুমরাহ ভারতের অধিনায়ক হয়েছিলেন। প্রথম দুই ম্যাচ জেতে ভারত। তৃতীয় ম্যাচ খেলা হয়নি। বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল।

দলের বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বুমরাহ। চলতি সিরিজে চারটি টেস্টে ৩০টি উইকেট তিনি নিয়েছেন, যা দুই দেশের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক। প্রতি ইনিংসে ২০ ওভারের বেশি বল করছেন। একের পর এক স্পেল করছেন। দেখে মনে হচ্ছে না, ক্লান্তি গ্রাস করেছে তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও এক জন পেসার। তিনি দলকে ভাল নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অতীতে কপিল দেব, ইমরান খানদের ক্ষেত্রেও তা দেখা গিয়েছে। সেই পথে গিয়ে বুমরাহ দলের পরবর্তী অধিনায়ক হতেই পারেন।

তবে বুমরাহের অধিনায়ক হওয়ার পথে একটিই বাধা রয়েছে। টেস্টে পেসারদের টানা খেলতে সমস্যা হয়। বিশেষ করে বুমরাহের মতো পেসারদের ক্ষেত্রে বোর্ড আগেও বিশ্রাম-নীতি নিয়ে চলেছে। অর্থাৎ, কম গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বুমরাহের চোটের ইতিহাস রয়েছে। একটা সময় দীর্ঘ কয়েক মাস খেলার বাইরে ছিলেন তিনি। তাই তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেয় না বোর্ড। বিশ্রাম দিয়ে খেলানো হয় তাঁকে। কিন্তু এক জন অধিনায়ক বিশ্রাম নিলে দলকে

নেতৃত্ব দেবেন কে? কামিন্স বা অতীতে কপিল, ইমরানেরা টানা ম্যাচ খেলতেন। সেটা বুমরাহ কি পারবেন? কারণ, অধিনায়ক বুমরাহের থেকে সেরা ফর্মের বোলার বুমরাহকে ভারতের বেশি প্রয়োজন। সেই দিকটাও দেখতে পারেনি নির্বাচকেরা।

ঋষভ পন্থ

ভারতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা হওয়ার পর পন্থকে দলের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসাবে ধরা হত। মাঝে দুর্ঘটনার পরে ১৪ মাস ক্রিকেটের বাইরে থাকায় তাতে ভাটা পড়ে। আবার সেই জল্পনা শুরু হয়েছে। আইপিএলে অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা রয়েছে পন্থের। তবে জাতীয় দলে এখনও পর্যন্ত এই দায়িত্ব পাননি তিনি। যত দিন তিনি খেলছেন, তত দিন টেস্টে অন্য কাউকে উইকেটের পিছনে দস্তানা হাতে দেখার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ফলে পন্থের ধারাবাহিক ভাবে খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। দুর্ঘটনায় চোট পেয়ে ফেরার পরে এখন তাঁকে শারীরিক ভাবে আরও ভাল দেখাচ্ছে। ওজন আগের থেকে কমিয়েছেন। ফলে ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন পন্থ। তাঁর মানসিকতা আক্রমণাত্মক। তাই অধিনায়কের দৌড়ে রয়েছেন তিনি।

তবে এই আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের উল্টো দিকে পন্থের সবচেয়ে বড় খামতি তাঁর উইকেট ছুড়ে দেওয়ার প্রবণতা। চলতি সিরিজে বার বার সেটা দেখা গিয়েছে। প্রায় প্রতিটি ইনিংসে শুরুটা করেছেন তিনি। ২৫-৩০ রান পর্যন্ত ধৈর্য ধরে খেলেছেন। তার পরে এমন একটা শট খেলে আউট হয়েছেন যা অপরাধ। মেলবোর্নে দুই ইনিংসেই সেই ছবি দেখা গিয়েছে। প্রথম ইনিংসে স্কট বোলান্ডের বলে 'স্কুপ' খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন পন্থ। তাঁকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি সুনীল গাওস্কর। পন্থকে 'স্টুপিড' বলেছেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভাল খেলছিলেন তিনি। ম্যাচ বাঁচানোর দায়িত্ব ছিল পন্থের কাঁধে। সেই সময় ট্রেভিস হেডের বলে অহেতুক বড় শট খেলতে গিয়ে উইকেট দিয়ে এসেছেন তিনি। পরে সাংবাদিক বৈঠকে রোহিতও জানিয়েছেন, পন্থকে শিখতে হবে তাঁর কাছ থেকে দল কী চাইছে? জানা গিয়েছে, পন্থের উপর ক্ষুব্ধ কোচ গৌতম গম্ভীর। অনেকেই দলের হারের জন্য পন্থের দিকেই আঙুল তুলছেন।

অধিনায়ক হওয়ার জন্য প্রয়োজন পরিণত মানসিকতা। ম্যাচ কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া। বিশেষ করে টেস্টে সেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পন্থ সেই মানসিকতা দেখাতে পারছেন না। সেখানেই পিছিয়ে পড়ছেন তিনি। সেই কারণেই হয়তো এখনও জাতীয় দলের হয়ে কোনও ম্যাচে অধিনায়কত্ব করতে দেখা যায়নি তিনি। সিডনির পরে কি সেটা দেখা যাবে?

লোকেশ রাহুল

ভারতের টেস্ট দলের পরবর্তী অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন রাহুলও। দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় দলে খেলছেন। দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের মধ্যে এক জন। অস্ট্রেলিয়ায় যে কয়েক জন ব্যাটারকে ভাল দেখিয়েছে, তাঁদের মধ্যে এক জন রাহুল। ওপেন থেকে শুরু করে মিডল অর্ডার, ব্যাটিং অর্ডারে সব জায়গায় খেলতে পারেন। এ রকম এক জনের হাতে দলের দায়িত্ব দিতেই পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

বুমরাহ ও পন্থের থেকে রাহুলের অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতাও বেশি। ভারতকে মোট ১৬টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। জিতেছেন ১১টি। হেরেছেন পাঁচটি ম্যাচ। তার মধ্যে টেস্টে তিনটি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন রাহুল। ২০২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারলেও পরের দু'টি টেস্টে জিতেছেন তিনি। ১২টি এক দিনের ম্যাচের মধ্যে জিতেছেন আটটি। হেরেছেন চারটি। একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও নেতৃত্ব দিয়েছেন রাহুল। সেটি জিতেছেন তিনি। অর্থাৎ, তিনটি ফরম্যাটেই অধিনায়কত্ব করেছেন এই ব্যাটার। পাশাপাশি আইপিএল তো রয়েছেই।

তবে রাহুলের ক্ষেত্রেও একটি বিষয় তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সেটি হল রাহুলের চোটপ্রবণতা। মাঝেমধ্যেই চোটের কারণে দল থেকে বাদ পড়েন তিনি। ফলে ধারাবাহিক ভাবে খেলতে পারেন না। দলের সিনিয়র ক্রিকেটার হয়েও দলে জায়গা পাকা নয় তাঁর। দেশের মাটিতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁকে বসিয়ে সরফরাজ খানকে খেলানো হয়েছে। যিনি ধারাবাহিক ভাবে প্রথম একাদশে খেলতে পারেন না, তাঁকে কি অধিনায়ক করার কথা ভাববে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এই একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

আট পাকিস্তানিকে ২০ বছরের সাজা

মুম্বই, ১ জানুয়ারি: ২০০৮ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। অর্থাৎ কিনা ২৬/১১-র ধাঁচে ফের মুম্বইয়ে হামলা চালানোর ছক। শুরুতে এমন আশঙ্কাই করা হচ্ছিল। সেটা ২০১৫। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং মুম্বই জলপুলিশের তৎপরতায় আরব সাগর উপকূলে আটক করা হয় একটি পাক নৌকোকে। যদিও অস্ত্র নয়, ধৃত পাকিস্তানিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ মাদক। ওই মামলায় আট পাকিস্তানির ২০ বছর জেলের সাজা শোনাল মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত।

আট পাক নাগরিকের নৌকো থেকে ২০টি বস্তায় রাখা ২৩২ কিলোগ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছিল। যার বাজারমূল্য ছিল ছয় কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। তাদের সঙ্গে ছিল তিনটি স্যাটেলাইট ফোন, ভারতীয় জলসীমার পথনির্দেশিকা (নেভিগেশন চার্ট) ও মানচিত্র। এবং বেশ কিছু বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম।

লম্বা তদন্ত প্রক্রিয়ার পর বিশেষ আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। সরকার পক্ষের আইনজীবী ধৃতদের 'সর্বোচ্চ সাজা'র আবেদন জানান। শেষ পর্যন্ত আট জনকেই দোষী সাব্যস্ত করেন বিশেষ আদালতের বিচারক শশীকান্ত বাঙ্গার। সকলকে ২০ বছর কারাদণ্ডের পাশাপাশি ২ লক্ষ টাকা করে জরিমানার সাজা দেওয়া হয়।

১০ দিন পর উদ্ধার তিন বছরের শিশুর নিথর দেহ

জয়পুর, ১ জানুয়ারি: টানা ১০ দিন চেষ্টা চলছিল। বিভিন্ন কৌশল বদল করে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। অবশেষে বুধবার রাজস্থানের ৭০০ ফুট কুয়ো থেকে তিন বছরের সেই শিশুকে উদ্ধার করল র‍্যাট-হোল খননকারী দল। উদ্ধারের পর তড়িঘড়ি ওই শিশুকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সে জীবিত আছে না মৃত, তা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরে হাসপাতালের তরফে ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

গত ২৩ ডিসেম্বর দুপুরে রাজস্থানের কোটওয়ালেতে খেলতে খেলতে ৭০০ ফুট গভীর ওই কুয়োয় পড়ে যায় তিন বছরের চেতনা। প্রথমে সে কুয়োর ১৫ ফুট গভীরে আটকে ছিল। পরিবারের লোকেরা তাকে টেনে বার করার চেষ্টা করতে গেলে উল্টে আরও ১৫০ ফুট গভীরে পড়ে যায় সে। এর পর শুরু হয় উদ্ধারকাজ। টানা ১০ দিন ধরে উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটছিল গ্রামবাসীদের। নাওয়া-খাওয়া ভুলে অনেকেই ওই কুয়োর কাছে ভিড় করেছিলেন। বাবা-মায়ের চোখেমুখে ছিল আতঙ্ক। সকলের মনে ঘুরছিল একটাই প্রশ্ন, 'বাঁচবে তো মেয়েটা?' শুধু ওই গ্রামের লোকেদের নয় গোটা দেশের নজর ছিল উদ্ধারকাজের দিকে। বুধবার উদ্ধারকারী দলের সদস্যেরা পৌঁছে গিয়েছিল শিশুর কাছে। বুধবার ওই শিশুকে কুয়োর বাইরে বার করে আনেন তাঁরা।

কুয়োয় পড়ে যাওয়ার পরই উদ্ধারকাজ শুরু করে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পরে আসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যেরাও। যদিও সাত দিন লাগাতার সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাই শেষ চেষ্টা করতে মাঠে নামেন দক্ষ খনি-শ্রমিকেরা। নিষিদ্ধ 'র‍্যাট-হোল মাইনিং' অর্থাৎ ইঁদুর-গর্ত খনন পদ্ধতিতে শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন তাঁরা। তিন দিন চেষ্টার পর বাচ্চাটিকে উদ্ধার করা হয়।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য হিসেবে জায়গা পেল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১ জানুয়ারি: বিশ্বসন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান জায়গা পেল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদে জায়গা পেয়েছে শাহবাজ শরিফের দেশ। যার অর্থ 'সন্ত্রাসবাদের জনক' এখন থেকে বিশ্বকে দেবে শান্তির বার্তা। এই ঘটনাকে 'প্রহসন' হিসেবে দেখছে কূটনৈতিক মহল। নিয়ম অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পদে থাকবে পাকিস্তান। পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য হিসেবে জায়গা পেয়েছে, সোমালিয়া, ডেনমার্ক, গ্রিস এবং পানামা।

রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বপূর্ণ এই পদে অস্থায়ীভাবে জায়গা পেয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত জঙ্গি লাদেনের আশ্রয়দাতা দেশ। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মুনির আক্রম বলেন, 'আমরা এমন একটা সময়ে এই পরিষদে জায়গা পেলাম যখন বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। বড় বড় শক্তির আগ্রাসন-সহ, ইউরোপ মধ্য-পূর্ব, আফ্রিকা-সহ বহু দেশ যুদ্ধের মুখোমুখি। এই কঠিন সময়ে সক্রিয় ও সদর্থক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেব আমরা। যুদ্ধ এড়িয়ে যাতে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে হাঁটা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলাতেও আমরা সদর্থক ভূমিকা নেব।' যদিও সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানের এই বার্তাকে সোনার পাথরবাটি হিসেবে দেখছে কূটনৈতিক মহল। তাদের দাবি, এটা অনেকটা বিড়ালকে মাছ পাহারার দায়িত্ব দেওয়ার মতো।

কারণ, যে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার বার্তা পাকিস্তান দিচ্ছে, সেই পাকিস্তানেই বর্তমানে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে রাষ্ট্রসংঘের সিলমোহর পাওয়া একাধিক আন্তর্জাতিক জঙ্গি। ২৬/১১ জঙ্গি হামলায় পাকিস্তানের যোগ ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা চালানো ওসামা বিন লাদেন ঘাঁটি গেড়েছিল এই পাকিস্তানে। মুম্বইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিম বর্তমানে করাচিতে আইএসআই-এর নিরাপত্তাধীন। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সন্ত্রাসযোগের উদাহরণ বলে শেষ করা যায় না। এহেন পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তবে পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পেলেও, দীর্ঘদিন ধরেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের দাবি জানাচ্ছে ভারত। যত দিন যাচ্ছে এই দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেছেন, ১৯৪০ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় ৫০টি দেশ এর সদস্য ছিল। এখন দুশোর বেশি দেশের সদস্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘেরও পরিবর্তন হবে। জনসংখ্যার নিরিখে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারত আজ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম দেশ। এরপরেও ভারতকে এখনও রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করা হচ্ছে না। এতে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। ইতিমধ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া নয়াদিল্লির দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু বাদ সেধেছে চিন। যা নিয়ে বহুবার বেজিংকে একহাত নিয়েছে নয়াদিল্লি।

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal,
Dist. - South 24 Parganas

On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 01/SGP/2025 and NIT 02/SGP/TIED/2025, Dated: 02/01/2025** within the GP area. The last bid submission date is **13/01/2025 till 11 A.M.**
For more details visit to our GP office Notice Board or visit wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan,
Sridharnagar G.P.

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ ঃ ৩০/১২/২০২৪। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in লিঙ্কের অধীনে পাওয়া যাবে। এই ই-টেন্ডারগুলির জন্য দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত লিংক ব্যবহার করে দাখিল করা যাবে www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply নির্দিষ্ট টেন্ডার বিষয়ে ব্যাখ্যা অথবা আইআরইপিএস সংক্রান্ত কোনো তথ্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সরবরাহকারীগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন, ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/সিওএন/ এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। অফিসের ঠিকানা ঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনের অফিস। ক্র. নং ঃ [১]. টেন্ডার নং. ঃ ৭৫২৪৩৮৪২এ । দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ড্রয়িং নং. ১২১১-০১.১৩১-০০১ অল্ট-২ অনুসারে তিন ফেজ লোকোমোটিভের থ্রিডি বা ত্রিমাত্রিক সামঞ্জস্যযোগ্য ৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণনযোগ্য আধুনিকীকৃত চালকের আসন [ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]। পরিমাণ ঃ ২৮০০.০০ সংখ্যক। প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকা) ঃ ২০,০০,০০০.০০। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ঃ ২০/০১/২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা।
প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার
PR8/760 সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-9/2024-25
Dated- 30/12/2024
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **18.01.2025.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Suri-II Panchayat Samiti,
Birbhum

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following Rate Quotation are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://www.kanchraparamunicipality.org** Quotation Notice No-**2078,** Dt. **31/12/2024** for Supplying and Installation of 24 nos. of Biometric/Face-capturing System (Cloud Software Based). of this Municipality, Last Date of Submission of Application **09/01/2025 at 14.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া ডিভিশনে পার্কিং লট চালনার চুক্তি প্রদান
নং ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৪ তারিখ ৩১.১২.২০২৪
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** ৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট চালনার জন্য চুক্তি প্রদান। বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ পিএআরকে-এইচডব্লুএইচ-ডিইসি-১২। অকশন শুরুর তারিখ/সময় ঃ** ১৪.০১.২০২৫-এ সকাল ১১টা। যথাক্রমে **ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশনের নাম ঃ** (১) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-বিসিজিএম-আরডব্লু-২৬৯-২৪-১ (পার্কিং–তিন চাকার); বৈঁচিগ্রাম। (২) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এমএক্স-২৭১-২৪-১ (পার্কিং–মিশ্র); বৈঁচি। (৩) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এমএক্স-২৬৮-২৪-১ (পার্কিং–মিশ্র); দেবীপুর। (৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এমএক্স-২৭০-২৪-১ (পার্কিং–মিশ্র); বৈঁচি। (৫) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-টিডব্লু-২৭২-২৪-১ (পার্কিং–দুই চাকার); নবদ্বীপ ধাম। (৬) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই-টিডব্লু-১০৫-২৪-১ (পার্কিং–দুই চাকার); টেনিয়া। (৭) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-টিডব্লু-১৮৩-২৪-১ (পার্কিং–দুই চাকার); চন্দননগর। (৮) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এডিএসটি-টিডব্লু-২৬৬-২৪-১ (পার্কিং–দুই চাকার); আদিসপ্তগ্রাম। (৯) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-টিডব্লু-১৫১-২৪-২ (পার্কিং–দুই চাকার); নালিকুল। (১০) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-ডিএনএইচএল-টিডব্লু-১১৮-২৪-১ (পার্কিং–দুই চাকার); ধনিয়াখালি হল্ট। (১১) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-সিএনএস-টিডব্লু-২৬৭-২৪-১ (পার্কিং–দুই চাকার); চুঁচুড়া। (১২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিকেপিএইচ-টিডব্লু- ১৭৭-২৪-১ (পার্কিং–দুই চাকার); টাকিপুর হল্ট।
(HWH-515/2024-25) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রক্সা

বৃহস্পতিবার • ২ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

ভারতে ‘ডিজিটাল গ্রেফতার’ প্রতারণা একটি গুরুতর সাইবার অপরাধ

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে ডিজিটাল প্রতারণার নতুন একটি পদ্ধতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এটি হলো ‘ডিজিটাল গ্রেফতার’ প্রতারণা, যেখানে অপরাধীরা নিজেদের পুলিশ বা সরকারি আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এই প্রতারণার পদ্ধতি এবং এর ভয়াবহ প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

কীভাবে ‘ডিজিটাল গ্রেফতার’ প্রতারণা করা হয়?

প্রতারকরা সাধারণত হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা নিজেদের সাইবার ক্রাইম বিভাগের বা পুলিশ অফিসার হিসেবে পরিচয় দেয়। ভুক্তভোগীদের জানানো হয় যে তাদের বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অপরাধের অভিযোগ

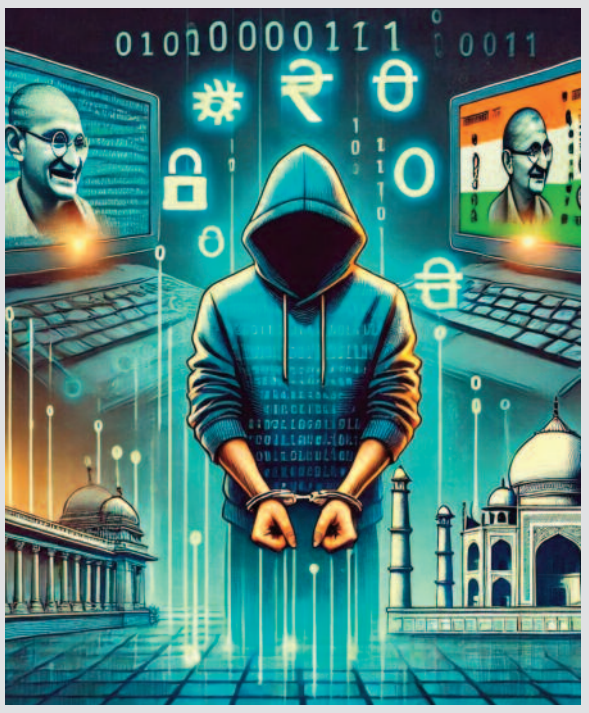

রয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ অর্থ প্রদান না করলে তাদের গ্রেফতার করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তারা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়। কিছু ক্ষেত্রে, প্রতারকরা ফেক ভিডিও কল বা ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানাও দেখায়, যা ভুক্তভোগীদের বিভ্রান্ত করতে সাহায্য করে। এ ধরনের প্রতারণায় মূলত বয়স্ক ব্যক্তিরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

সাম্প্রতিক ঘটনার উদাহরণ

১. রাজস্থানের ঘটনা
রাজস্থানের অজমেরে এক প্রবীণ মহিলা এই প্রতারণার শিকার হয়ে ৮০ লক্ষ টাকা হারিয়েছেন। প্রতারকরা এক সপ্তাহ ধরে তাকে ভয় দেখিয়ে এই অর্থ আদায় করে।

২. কলকাতার ঘটনা
কলকাতায় এক প্রবীণা মহিলাকে ‘ট্রাই’ এবং ‘দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ’ অফিসার পরিচয় দিয়ে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে পুলিশ মুম্বাই থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

৩. মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজ্য
সাইবার প্রতারণা ভারতে অনেক রাজ্যে বেড়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে শুধুমাত্র ‘ডিজিটাল গ্রেফতার’ প্রতারণার মাধ্যমেই প্রায় ১২০ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে।

এই প্রতারণার প্রভাব

১. আর্থিক ক্ষতি
সাধারণ মানুষ তাদের সঞ্চিত অর্থ হারাচ্ছে, যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

২. মানসিক চাপ
ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

৩. বিশ্বাসের অভাব
এই ধরনের প্রতারণা মানুষের ডিজিটাল পদ্ধতির প্রতি আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে।

কীভাবে রক্ষা পাবেন?

১. অপরিচিত কল এড়িয়ে চলুন
অপরিচিত নম্বর থেকে কোনও কল বা মেসেজ পেলে সরাসরি তা যাচাই করুন।

২. ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখুন
কোনও অবস্থাতেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বা ওটিপি শেয়ার করবেন না।

৩. সরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন
যদি কেউ নিজেকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে টাকা দাবি করে, তবে সরাসরি সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৪. সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানান
সন্দেহজনক কোনও কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালে (www.cybercrime.gov.in) বা ১৯৩০ নম্বরে অভিযোগ জানান।

সরকারি উদ্যোগ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- সরকার এই ধরনের প্রতারণা দমন করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে।
- ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল লেনদেনে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে, সাইবার অপরাধ তদন্তে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল গঠন করা হয়েছে।

উপসংহার

ডিজিটাল যুগের সুবিধার পাশাপাশি এর ঝুঁকিও বেড়েছে। ‘ডিজিটাল গ্রেফতার’ প্রতারণা এর একটি বড় উদাহরণ। তাই, আমাদের সচেতন হতে হবে এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক তথ্য ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমরা এই ধরনের প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে নিজেকে এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারি।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন ও অর্থনীতি

শুভাশিস বিশ্বাস

ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদের সঙ্গে নয়া-ফ্যসিবাদের একটি বড় মাপের তফাৎ হচ্ছে এই যে ১৯৩০-এর দশকের জার্মান ফ্যাসিবাদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিপুল ঋণ নিয়ে সমরাস্ত্র ও যুদ্ধে যেসব জিনিস প্রয়োজন হয় সেইসব উপকরণ বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করার জন্য বহু কারখানা স্থাপন ও শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে বেকারত্বের সমস্যার সমাধান করেছিল। জাপান একই পন্থা নিয়েছিল। এইভাবে এই ফ্যাসিস্ট দেশগুলি ১৯৩০-এর মহামন্দার বিভীষিকা থেকে বেরিয়ে এসেছিল জনগণের সমর্থনকে পুঁজি করেই। আজকের দিনের নয়া-ফ্যসিবাদের ভবিতব্য বেকারত্বের হার সে কমাতে পারে না, বরং বাড়িয়েই চলে, কারণ আন্তর্জাতিক পুঁজি সেই পন্থা অনুমোদন করে না।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলির ফলাফলে গোটা বিজেপি-বিরোধী শিবির যারপরনাই উল্লসিত। উল্লসিত এই কারণে নয় যে বিজেপি তথা এনডিএ জোট ভূলুণ্ঠিত করতে পেরেছে বিরোধী শিবিরকে। তৈরি করেছে তাদের সরকারও। তবে এরই মধ্যে কাটাছেঁড়া চলেছে বিজেপি আদৌ তার টার্গেটে পৌঁছাতে পেরেছে কি না বা ইন্ডি জোট-ই কতটা সফল তা নিয়ে। এসব নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বহু ভোটবিশেষজ্ঞ বহুভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যার অধিকাংশই যথেষ্ট বিবেচনার দাবি রাখে। তবে একইসঙ্গে খতিয়ে দেখা দরকার এই নির্বাচনে ভারতীয় অর্থনীতির কোনও প্রভাব পড়ে কি না বা এই ভোট যুদ্ধের প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতির ওপর ঠিক কী প্রভাব ফেলে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা তথ্য দিয়ে রাখা জরুরি আর তা হল, ২০১৯ সালের নিরিখে ২০২৪ সালে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত নির্বাচনী প্রচারের খরচ বেড়ে প্রায় আনুমানিক ১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ, ভোটার পিছু ব্যয় ২৭ টাকা। এই রিপোর্ট ঠিক না ভুল এবিষয়ে মতামত প্রদান সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ। স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলি যে হিসাব দিয়েছে, সেটাই চূড়ান্ত। কারণ, সেখানে বিজেপি ১ হাজার দুশো কোটি ও কংগ্রেস ৮২০ কোটির হিসাব দিয়েছে অর্থাৎ দুটি প্রধান দল মিলে ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। এই অঙ্কটাও নেহাৎ কম নয়। এর পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক দলও আছে। এদের মধ্যে যারা আঞ্চলিক বা জাতীয় দল কোনও না কোনও রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেখানেও বিপুল খরচ হয় এই ভোট যজ্ঞে। যার মধ্যে একটা বড় অঙ্ক খরচ হয় ভোট বিশেষজ্ঞ বা তার সংস্থার পিছনে। তাই, তথ্যের ভিত্তিতে সবমিলিয়ে যে বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হয়, এটা ধরে নেওয়াই যায়।

এর কতটা প্রভাব অর্থনীতিতে পড়ে তা নিয়ে জল্পনা দীর্ঘকালের। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা শ্রেয়, যত অর্থ খরচ হয়, দেশের অর্থনীতির পক্ষে সবটাই খারাপ তা কিন্তু নয়। প্রচুর মানুষ কাজ পাচ্ছেন, কর্মসংস্থান হচ্ছে, বাজারে টাকা আসছে। এই অর্থ কিছুক্ষেত্রে হিসাববিহীনও বটে। একাধারে এই টাকা যেমন অর্থনীতির গতিপথ চালিত করে তেমনই এর একটি বিরূপ প্রভাবও আছে। তা হল মুদ্রাস্ফীতি। বলে রাখা ভালো, পুরো অর্থনীতি যে শুধুমাত্র নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে চালিত হয়, এমনটা কিন্তু নয়। তবে অর্থনীতিতে এর প্রভাব বোঝার জন্য শেয়ার বাজারের গতিবিধিকে একটি সূচক হিসাবে ধরা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের উপরেও নির্বাচনের খরচের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। তবে নির্বাচনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে পুঁজিবাদ। কারণ, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত প্রবণতা হচ্ছে ক্ষুদ্র উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে গিলে ফেলা। ক্ষুদ্র উৎপাদন বলতে বোঝায় কৃষক-চালিত কৃষি এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনব্যবস্থা। বৃহৎ কৃষিবাণিজ্যের কর্পোরেট সংস্থা কৃষক-পরিচালিত কৃষিব্যবস্থাকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। পাশাপাশি বড় বড় বাণিজ্যিক মলগুলোও ছোট দোকানদারদের ব্যবসা থেকে হঠিয়ে দেয়। বিভিন্ন অনলাইন সংস্থা পাড়ার ছোট মুদিখানাকে ঝাঁপ ফেলতে বাধ্য করে। এইভাবেই পণ্য উৎপাদনের দৈত্যাকার কারখানাগুলো কেড়ে নেয় ক্ষুদ্র কারিগরের রুজি রোজগার। এসবের মিলিত ফল হল ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে দেখা দেয় আরও বেশি দারিদ্র্য। তাদের এই দারিদ্র্য এমন এক দেশের অর্থনীতির মধ্যে আবদ্ধ যে-দেশের মোট সম্পদের অর্ধেক উৎপন্ন করে ‘অসংগঠিত ক্ষেত্রের’ উৎপাদকেরা। এদিকে তারাই দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশ। কিন্তু এটা মানতেই হবে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে-দেশে নির্বাচনী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই দেশে পুঁজিবাদের এই প্রবণতা বেশিদিন চলতে পারে না। এই কারণেই ভারতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে, তাকে বলা যেতে পারে ‘নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ’, যেখানে পুঁজিবাদী জবরদখলদারির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র উৎপাদকদের রক্ষা করেছে, দেশীয় ও বিদেশি কর্পোরেশনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ দিয়েছে, কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করেছে সার ও কীটনাশকের দামের ওপর ভর্তুকি দিয়ে, স্বল্পমূল্যে সেচের জল জুগিয়ে, ফসলের মূল্যে সহায়তা প্রদান করে যাতে তারা ফসল বিক্রি করে কিছুটা লাভের মুখ দেখে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের দামের ওঠানামা থেকে তাদের রক্ষা করে। বস্ত্র উৎপাদনের মোট পরিমাণের একটা অংশ যাতে হস্তচালিত তাঁতশিল্প থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কেনা হয় তার ব্যবস্থা করে। বেনারসি সিল্ক শাড়িপ্রস্তুতকারী শিল্পীদের দেয় কর মকুব করে দেওয়া হয়। এর ফলে অপ্রতিহত পুঁজিবাদীর পৃষ্ঠপোষকেরা নির্বাচনে কখনও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি। কিন্তু বিকাশের যে অন্তর্নিহিত প্রবণতা পুঁজিবাদের চালিকাশক্তি, সে কোনও বাধাই মানতে চায় না। নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে পুঁজিবাদের যে আধুনিক রূপ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সেই নয়া-উদারবাদী কর্মসূচি অপ্রতিহতভাবে পুঁজিবাদের চলার পথের সব বাধা অপসারিত করতে চায়। এর ফলে বর্তমান সময়ে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব সম্ভব হতে পারে যারা অপ্রতিহতভাবে পুঁজিবাদের পক্ষে ওকালতি করতে পারে এবং এই ওকালতি করেও একইভাবে তারা ভোটে জেতার আশা করে তা নিয়েও। পুঁজিবাদের যথেচ্ছাচার মানে অবাধ শোষণ ও নিপীড়ন। সেখানে আরও বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়। কারণ, মানুষ কীভাবে নিজের সর্বনাশের পক্ষে রায় দেবে এবং একইসঙ্গে পর পর নির্বাচনে জিতে আসবে তার উত্তর মেলে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, অনেকে ভাবেন যে মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে ২০০৪ সালে যে ইউপিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সরকারই সেই ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন যারা অপ্রতিহত পুঁজিবাদী যথেচ্ছাচারকে মদত দিয়েছিল। এমনটা ভাবার কারণ হচ্ছে যে এই মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯১ সালে পুঁজির অবাধ চলাচলের জন্য দেশের অর্থনীতির দুয়ার আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির সামনে খুলে দিয়েছিলেন এবং নয়া-উদারনীতি কর্মসূচিকে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এটা একেবারে পুরোটা সত্যি তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। ২০০৯ সালে এই সরকারের দ্বিতীয়বার আরও বেশি ভোটে জিতে আসার মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে তার সরকারের পুনর্নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে অপ্রতিহত পুঁজিবাদের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেননি বরং বামপন্থীদের এবং অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির চাপের মুখে নয়া-উদারবাদের কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজির ইচ্ছেমতো তিনি পুঁজিকে যথেচ্ছাচার করার সুযোগ দেননি। বরং তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে আইনত বিচারযোগ্য ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি প্রদত্ত আইন প্রণয়ন করেছিলেন এবং কৃষিঋণের বকেয়া শোধ করার জন্য ব্যাঙ্কের দেনা সরকারি কোষাগার থেকে মিটিয়েছিলেন। তবে এরই মাঝে বামপন্থীরা আমেরিকার সঙ্গে অসামরিক নিউক্লিয়ার চুক্তি করা চলবে না বলে যে হুমকি দিয়েছিল এবং অবশেষে সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। তা সত্ত্বেও সরকারের পতন ঘটেনি, বরং সরকার আরও বহুমত নিয়ে নির্বাচনে জিতে এসেছিল এবং সেই নির্বাচনে বামপন্থীরা পর্যুদস্ত হয়েছিল। এর সবচেয়ে বড় কারণ, মানুষ কী চায় এই সম্পর্কে বামপন্থীদের কোনও ধারণাই ছিল না। বহুদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সজীব সম্পর্ক রক্ষা করার থেকে তাঁরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এটা তারই ইঙ্গিতবাহী। এর পর থেকেই বামপন্থীদের নির্বাচনী পরাজয় শুরু হয়।

যদিও এটা সম্ভব যে পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষায় নিবেদিত প্রাণ কোনও রাজনৈতিক সংগঠন উচ্চহারে বিকাশের ক্রমশ নিচের দিকে চুইয়ে পড়ার গল্প শুনিয়ে দুই-একবার ভোটে জিতে যেতে পারে, তবে অচিরেই জনতা চুইয়ে পড়া এই বক্তব্যের অসারতা বুঝতে পারেন এবং ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বিশেষত পুঁজিবাদ যখন এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয় সেই সময়ে বামপন্থীরা সঠিক রণকৌশল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসারতা আরও প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতো। দুর্ভাগ্য, বামপন্থীরা এই কাজটা করতে ব্যর্থ।

এর পাশাপাশি এটাও সত্য, যে-কোনও ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে গেলে গরিষ্ঠ মানুষের একটা সামাজিক সম্মতি লাগে। এ-কথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য। গরিষ্ঠসংখ্যক জনগণের সম্মতিব্যতীত বিজেপির শাসন সমস্ত বিরোধীদের জেলে পুরে যেমন টিকত না, পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি একশো শতাংশ ছাপ্পা ভোটও তৃণমূলি শাসনকে টিকিয়ে রাখতে পারত না। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, সঙ্কটে দীর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গরিব মানুষের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র যেসব জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রবর্তন করে, সেসব প্রত্যাহার করার জন্য সরকারকে চাপ দেয় এবং বদলে পুঁজির মুনাফাবৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, আজকে যা নয়া-উদারবাদী পন্থা অবলম্বন করেছে। এর ফলে সামাজিক ভিত্তিটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। সঙ্কটে নিমজ্জিত পুঁজিবাদের দরকার পড়ে নয়া ফ্যসিবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের সহায়তা, যারা মানুষের দিনযাপনের অভাব ও বঞ্চনার জ্বলন্ত ইস্যুগুলিকে আড়াল করে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেয় অন্যদিকে।

ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদের সঙ্গে নয়া-ফ্যসিবাদের একটি বড় মাপের তফাৎ হচ্ছে এই যে ১৯৩০-এর দশকের জার্মান ফ্যাসিবাদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিপুল ঋণ নিয়ে সমরাস্ত্র ও যুদ্ধে যেসব জিনিস প্রয়োজন হয় সেইসব উপকরণ বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করার জন্য বহু কারখানা স্থাপন ও শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে বেকারত্বের সমস্যার সমাধান করেছিল। জাপান একই পন্থা নিয়েছিল। এইভাবে এই ফ্যাসিস্ট দেশগুলি ১৯৩০-এর মহামন্দার বিভীষিকা থেকে বেরিয়ে এসেছিল জনগণের সমর্থনকে পুঁজি করেই। আজকের দিনের নয়া-ফ্যসিবাদের ভবিতব্য বেকারত্বের হার সে কমাতে পারে না, বরং বাড়িয়েই চলে, কারণ আন্তর্জাতিক পুঁজি সেই পন্থা অনুমোদন করে না এবং তার মর্জির বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেই। মনে রাখতে হবে, হিটলারের আমলে পুঁজি দেশের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। পুঁজির বিশ্বায়ন ঘটে ১৯৭০ সাল নাগাদ যখন প্রথম জ্বালানি তেলের সঙ্কট দুনিয়ার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল। এদিকে একদিকে চরম বেকারত্ব আর অন্যদিকে ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র কারিগরদের ওপর যথেচ্ছাচারী পুঁজিবাদের বেলাগাম আগ্রাসন তাদের জীবিকার অস্তিত্বকেই সঙ্কটপূর্ণ করে তুলছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই নয়া উদারবাদ-নয়া ফ্যাসিবাদের আঁতাতের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী ও মধ্যবর্গের জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে যার উদাহরণ আমরা দেখেছি ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন, শ্রমিকদের, আশা কর্মীদের এবং অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের বিশাল বিশাল আন্দোলন ও সমাবেশ-বিক্ষোভের মধ্যে।

তবে একটা কথা এখানে খেয়াল রাখতেই হবে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগকারীরা রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে তাদের সম্ভাব্য প্রভাবের ওপর কড়া নজর রাখে। সেখানে সরকারের ব্যবসাপন্থী অবস্থান, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো উদ্যোগের উপর জোর দেওয়া বাজারের জন্য অনুকূল ছিল এটা মানতেই হবে। এই বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, নির্বাচনের তিন মাস আগে এবং পরে শেয়ার বাজারে গতিবিধি কেমন ছিল তা পরিমাপ করতে বিগত কয়েকটি লোকসভা নির্বাচনের সেনসেক্সের পারফরম্যান্সের দিকে নজর রাখলে একটা আঁচ পাওয়া যায়।

যেমন, ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের ৩ মাস আগে ৯৭০৯ পয়েন্ট থেকে ১৫৬৬৭ পয়েন্টে গিয়ে দাঁড়ায় সেনসেক্স- পার্থক্যের নিরিখে ৬১.৩ শতাংশ। মজার ব্যাপার হল, ২০১৪ সালে, যেখানে কিনা ২০০৯ সালের তুলনায় নির্বাচনী খরচ অনেকটাই বেড়েছে, শতাংশের হিসাব কমে দাঁড়ায় ১৮.৯ শতাংশ। ২০১৯ সালে আবার পুরো উল্টো। ২০০৪ এবং ২০০৯ -এর নিরিখে ২০১৯ সলে নির্বাচনী খরচ অনেকটাই বেড়ে যায় কিন্তু সেনসেক্স নির্বাচনের ৩ মাস পরে ৩.৫ শতংশ পরে যায় আগের তুলনায়। এর থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, নির্বাচনী খরচ বাড়লে শেয়ার বাজারে তার প্রভাব যে সর্বদা ইতিবাচক হবে তা নয়। ইতিপূর্বে যেমনটি আলোচিত হয়েছে-নির্বাচনী খরচ একটি দিক মাত্র। ২০১৯-এর যে ফলাফল আলোচিত হয়েছে তাতে জিডিপি বৃদ্ধির হারে পতন, বাজারের কর্মক্ষমতা হ্রাস, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হার-এগুলিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি ছাড়াও, সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে সরকারের স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি, নীতির ধারাবাহিকতা ও অর্থনৈতিক সংস্কার- এই সব বিষয়গুলিও সামগ্রিক ভাবে অর্থনীতির উপর নির্বাচনী খরচের প্রভাব নির্ধারণে সহায়ক।

এতো কিছুর পরেও আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, যেখানে জনগণের শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্য একটি জোটের প্রয়োজন। এর ফলে অর্থনীতি দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে, কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন সমগ্র ভারতবাসীর জন্য এক সঠিক দিকনির্দেশনার।